www.BANGLAKITAB.com

হইতে পারে না। যদি কেহ এল্‌ম হাছিল করিবার অবসর না পায়। অপূর্ণ এলম হইতেও বঞ্চিত থাকা তাহার উচিত নহে।

مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ "অর্থাৎ, সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে না পারিলে সম্পূর্ণই ত্যাগ করা উচিত নহে।" কিন্তু সাধারণ লোকেরা এই ভুল করিয়াছে যে, উর্দু ভাষায়ও দ্বীনী এল্‌ম শিক্ষা করে নাই। আর আলেমগণ এই ভুল করিয়াছেন যে, আরবী এল্‌ম শিক্ষা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কতিপয় অহিতকর বিদ্যার মধ্যে, মশ্‌গুল হইয়া পড়িয়াছেন। এই উভয় প্রকার ভুল সম্বন্ধেই এই আয়াতে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ط وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ق لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ط لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

এই আয়াতটিতে একটি সূক্ষ্ম কথা আছে। তাহা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইহাও বলিতেছেন যে, ইহুদীরা জানে—যে ব্যক্তি অনিষ্টকর বিদ্যা শিক্ষা করে, সেই বিদ্যার কারণে, আখেরাতে তাহাদের কোন অংশ নাই। অতঃপর বলেনঃ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ 'আহা! যদি তাহারা জ্ঞানী হইত!' ইহার উপর প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, তাহারা যখন পূর্ব হইতে জানিত, তখন "আহা! তাহারা যদি জ্ঞানী হইত!" কথার অর্থ কি? ইহার মধ্যে সূক্ষ্ম রহস্য এই যে, একথা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা জানাইয়া দিতেছেন যে, যেই এল্‌ম অনুযায়ী আমল না করা হয় উহা অজ্ঞতার শামিল। সুতরাং ইহুদীদের সেই জানা, না জানার সমান হইয়াছে। এখন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলিতেছেনঃ কি ভাল হইত যদি এখনও জ্ঞান হইত। অর্থাৎ, এল্‌ম অনুযায়ী আমল করিত।

এখান হইতে আমি আর একটি ভুল সম্বন্ধে আপনাদিগকে সচেতন করিয়া দিতেছি। তাহা এই যে, এই আয়াত দ্বারা বুঝা গেল, তাহাই হিতকর বিদ্যা যাহা আখেরাতের কাজে আসিবে। সকল এল্‌ম উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু আজকাল কেহ কেহ এল্‌মের ফযীলত সম্বন্ধে কোরআনের আয়াত ও হাদীস লিখিয়া একথার উপর জোর দিয়া থাকেন যে, শরীয়তে এল্‌ম হাছিল করার জন্য যথেষ্ট তাকীদ করা হইয়াছে। অতঃপর এসমস্ত ফযীলতকেই ইংরেজী তা'লীম সম্বন্ধে খাটাইয়া দেন। এসমস্ত ভূমিকা বর্ণনা করার পর তাঁহারা অবশেষে ইংরেজী পড়ার আবশ্যকতা প্রমাণ করিয়া থাকেন এবং উৎসাহিত করেন। ইহার ফল এই দাঁড়ায়, যেন ইংরেজী পড়িলেই এসমস্ত ফযীলত লাভ করা যাইবে।

অতএব, বুঝিয়া নিন যে, ইহারা শক্ত ধোকা দিতেছে। শরীয়তে এলমের যত ফযীলতের কথা উল্লেখ আছে, তাহাতে সেই এল্‌মই উদ্দেশ্য যাহা আখেরাতের

www.BANGLAKITAB.com

কাজে লাগিবে। অর্থাৎ,এল্‌মে শরীয়ত। ইসলামী বিধানসমূহের এল্‌ম দ্বারা ইংরেজী শিক্ষা কখনও উদ্দেশ্য নহে,অবশ্য যদি ইংরেজী ভাষায় ধর্মীয় মাসআলাসমূহের অনুবাদ হইয়া যায়,তখন ইংরেজী কিতাবগুলি পাঠ করা উর্দু ভাষায় অনূদিত ধর্মীয় কিতাব-সমূহ পাঠ করার মতই হইবে। কিন্তু শর্ত এই যে,অনুবাদক যেন শুধু ইংরেজী শিক্ষিত না হন, বরং শরীয়ত সম্বন্ধে এলমেও তাঁহার অগাধ জ্ঞান থাকা আবশ্যক, কিংবা কোন ইংরেজী জানা বিচক্ষণ আলেম উহার সংশোধন ও সমর্থন করিয়া থাকেন। তেমন হইলে চলিবে না, যেমন জনৈক লেখক ইংরেজী ভাষায় 'শরএ মোহাম্মদী' নামে একটি কিতাব লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি এই মাসআলাটিও লিখিয়াছেন যে, বিস্ময় বিমুগ্ধ অবস্থায় তালাক দিলে তাহা বর্তিবে না। ইহা আমি এইরূপে জানিতে পারিয়াছি যে, কোন স্থানে একটি তালাকের ঘটনা ঘটিলে তালাকদাতার কতিপয় হিতাকাঙ্ক্ষী চিন্তা করিতে লাগিল, কোনরূপে কোন সম্ভাবনা আবিষ্কার করিয়া খাপ-খাওয়াইয়া দেওয়া যায় কি না। ফলে অনেক কিতাব দেখা হইল। তন্মধ্যে সেই শরএ মোহাম্মদী' নামক কিতাবটিও বাহির করা হইল। তাহাতে লিখিত ছিল, বিস্ময় বিমুগ্ধ অবস্থায় তালাক দিলে তাহা বর্তে না।" তাহাতে এই বিশেষ অবস্থাটিও লিখিত ছিল যে, কাহারও স্ত্রী যদি অভ্যাসের বিপরীত হঠাৎ এক দিন খুব সাজ-সজ্জা করিল, স্বামী ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইল। সে যদি সেই বিস্ময়ের অবস্থায় বলিয়া ফেলে, "তোমাকে তিন তালাক।" এখন এমতাবস্থায় সেই ইংরেজী মুফ্‌তী বলেন: "তালাক হইবে না" কেননা, বিস্ময়ের অবস্থায় তালাক দেওয়া হইয়াছে। لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

আমার নিকট এই কিতাবটি আনয়ন করা হইলে আমি বলিলাম: 'এই মাসআলাটি সম্পূর্ণ ভুল, ইহার কোনই ভিত্তি নাই।' আসল মাসআলা এই যে, 'মাদহুশ' ব্যক্তির তালাক হয় না। 'মাদ্‌হুশ' আরবী শব্দ। ইহার অর্থ 'জ্ঞানহারা' অর্থাৎ গোস্বা প্রভৃতি কারণে যদি কোন ব্যক্তির সাধারণ জ্ঞান লোপ পায় এবং তাহা হইতে পাগলের ন্যায় কার্য-কলাপ প্রকাশ পাইতে থাকে। যেমন, দেওয়ালে মাথা কুটিতে আরম্ভ করে, নিজের হাত দংশন করিতে থাকে। মোটকথা, এমন চঞ্চল হইয়া পড়ে যে. জ্ঞান লোপ পায়, এরূপ ব্যক্তির তালাক বর্তে না।

সেই লেখক সাহেব আরবী শব্দ দেখিয়া উর্দু বাক্‌পদ্ধতি অনুযায়ী উহার তরজমা করিয়া দিয়াছেন: 'মাদ্‌হুশ' বিস্মিত অবাক লোককেও বলা হয়। অতএব, তিনি মাদ্‌হুশ-এর অনুবাদ করিয়া থাকিবেন 'মুতাহাইয়ের, অর্থাৎ, অস্থির। আবার মুতাহাইয়েরের অনুবাদ করিয়াছেন, মুতাআ'জ্জেব' অর্থাৎ বিস্ময়-বিমুগ্ধ, কিংবা হয়ত তিনি মাদ্‌হুশ শব্দের অনুবাদে কোন ইংরেজী শব্দ অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। আবার যখন উহার উর্দু তরজমা হইল, তখন এক হইতে আর হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ, বাঁকা ক্ষীর হইয়া পড়িয়াছে।

www.BANGLAKITAB.com

বাঁকা ক্ষীরের গল্প হয়ত আপনারা শুনেন নাই। এক ছাত্র তাহার অন্ধ ওস্তাদজীকে বলিল: আজ আমাদের বাড়ীতে আপনার দাওয়াত। তিনি বলিলেন: 'কি খাওয়াইবে?' সে বলিল: "ক্ষীর।" ওস্তাদজী বলিলেন: "ক্ষীর কেমন বস্তু?" বালকটি বলিল: 'চাউলের সঙ্গে চিনি দিয়া পাক করা হয়। হাফেযজী জিজ্ঞাসা করিলেন: উহার রং কিরূপ? সে বলিল: "সাদা।" অন্ধ মিঞাজী সাদা কাল কোথায় দেখিবেন? তিনি বলিলেন: "সাদা কিরূপ।" বালক বলিল: "বকের মত।" তিনি তো বকও দেখেন নাই, কাজেই আবার জিজ্ঞাসা করিলেন: "বক কিরূপ।" বালক তাহাকে বক কিরূপে দেখাইবে, নিজের হাত বকের ঘাড়ের মত বাঁকা করিয়া উহার উপর ওস্তাদজীর হাত ঘুরাইয়া দিয়া বলিল: "বক্ এইরূপ হয়।" তিনি বুঝিলেন, ক্ষীর এইরূপ বাঁকাই হয়। অতএব, বলিলেন: 'ইহা তো বড়ই বাঁকা ক্ষীর' গলা দিয়া ঢুকিবে না।'

অতএব, দেখুন, কোথাকার কথা কোথায় গিয়া পৌঁছিল। এইরূপে মাদহূশ এর মাস্আলা অনুবাদ হইতে হইতে এই পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, বিস্ময়ের অবস্থায় তালাক হয় না।. তদুপরি আরও মজার কথা এই যে, উক্ত কিতাব আইন-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। তদনুযায়ী বিচার মীমাংসা হইয়া থাকিবে। জানি না, কতজনকে এই মাস্আলা অনুযায়ী তালাক হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। বস্, এমন অনুবাদকের লিখিত শরীয়তের আইন-পুস্তক দেশের আইনের মধ্যে স্থান পাইয়াছে যাহার সহিত শরীয়তের কোনই সম্পর্ক নাই। অতএব, এখন দুনিয়ার অবস্থা এইরূপ হইতেছে:

گربه میر و سگ وزیر و موش را دیوان کنند + این چنین ارکان دولت ملک را ویران کنند

"বিড়ালকে দলপতি, কুকুরকে মন্ত্রী এবং ইঁদুরকে প্রধান কর্মচারী করা হইতেছে। রাষ্ট্রের পরিচালকবৃন্দ এই শ্রেণীর হইলে দেশকে ধ্বংস করিয়া দেয়।"

اِذَا كَانَ الْغُرَابُ دَلِيْلَ قَوْمٍ + سَيَهْدِيْهِمْ طَرِيْقَ الْهَالِكِيْنَا

"কাক যদি কোন সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শন হয়, শীঘ্রই সে তাহাদিগকে ধ্বংসের পথ দেখাইবে।"

॥ কাজের কথা ॥

বন্ধুগণ! এসম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত করার বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে যেন অতি সত্বর উক্ত আইন-গ্রন্থের এই ভুল সংশোধন করিয়া লওয়া হয়। এই মাস্আলাটি সম্পূর্ণ ভুল। এইরূপে যতগুলি অনূদিত আইন-গ্রন্থ দেশের আইনে স্থান পাইয়াছে, উহার সবগুলিকেই যেন কয়েকজন বিচক্ষণ আলেম দ্বারা সমর্থন করাইয়া লওয়া হয়। শুধু একজন লোকের অনুবাদেই তদনুযায়ী যেন ফয়সালা না করা হয়। দেখুন ইহা করণীয় কাজ, কিন্তু আজ কালকার মুসলমান এমন কাজের প্রতি গুরুত্ব দেয় না যাহা ধর্মের দৃষ্টিতে আশু প্রয়োজন। কেননা, এই ভুল মাস্আলার

www.BANGLAKITAB.com

কারণে মুসলমান সমাজে কত কুকর্ম ও পাপাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা কে জানে? ইহা এমন একটি কথা, যদি মুসলমান গভর্ণমেণ্টের নিকট ইহার সংশোধনের জন্য আবেদন করে, তবে গভর্ণমেণ্ট অতি সত্বর ইহার প্রতি মনোযোগ প্রদান করিবে। কিন্তু আজকাল মানুষের অবস্থা এইরূপ হইয়াছে যে, যে কাজ হইতে পারে, যাহার চেষ্টা তাহাদের হাতেই, যাহাতে কৃতকার্যতার পূর্ণ আশা রহিয়াছে, সে কাজ করে না। পক্ষান্তরে যে কাজ তাহাদের ক্ষমতার বাহিরে, যাহা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব, এমন কাজের পাছে লাগিয়া যায়। চোখের সামনে তাহা দেখা যাইতেছে। আমি বলি:

آرزو می خواه لیک بر اندازه خواه + بر نه تابد کوه را یک برگ کاه

"আশা কর, কিন্তু পরিমাণ মত কর। ঘাসের একটি পাতা পর্বতকে জড়াইতে পারে না।"

এই রুচিও দ্বীন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার কারণেই জন্মিয়াছে। মানুষ যদি ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিত তবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রতিই অধিক গুরুত্ব প্রদান করিত। ফলকথা, প্রত্যেক কাজেই দ্বীনী এল্‌মের প্রয়োজন। দ্বীনী এল্‌ম ভিন্ন ইহাও জানা যায় না যে, প্রয়োজনীয় কোন্ বস্তু এবং অপ্রয়োজনীয় কোন্ বস্তু। অতএব, শরীয়তবিশারদ লোক যদি ইংরেজী ভাষায় ধর্মীয় মাসায়েল লিখিয়া দেন, তবে সেই ইংরেজী কিতাব পাঠ করিলেও সওয়াব পাওয়া যাইবে। কিন্তু সাধারণ লোক যদি কোন ইংরেজী পুস্তক লেখে, তাহা ধর্ম সম্বন্ধীয় হইলেও নির্ভরযোগ্য নহে। আর যাহাতে ধর্মের কোন কথা নাই, তাহা তো নিছক দুনিয়া, তাহা শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে এল্‌মের ফযীলত সম্বন্ধীয় আয়াত ও হাদীসগুলি ব্যবহার করা নিরেট মূর্খতা।

এখন আমি আমার বর্ণনা শেষ করিতে চাই। দীর্ঘ সময় অতীত হইয়াছে। যোহরের নামাযেরও সময় হইয়াছে। অতএব, আমি ওয়াযের সারাংশ বর্ণনা করিয়া ওয়ায শেষ করিতেছি।

সারকথা এই হইল যে, এল্‌মে দ্বীনের তা'লীমকে ব্যাপক করিতে হইবে। ইহাকে শুধু আরবীর সহিত সীমাবদ্ধ করা উচিত নহে। এই প্রসঙ্গে আমি প্রত্যেক স্তরের তা'লীমের পন্থাও বলিয়া দিয়াছি। কিন্তু ইহার সঙ্গে আরবী শিক্ষাকে অনর্থক মনে করিবেন না। যাহারা জীবিকা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ও অবসর আছেন, তাঁহাদের পক্ষে আরবী পড়া এবং সন্তানদিগকে পড়ান সর্বাপেক্ষা অধিক কর্তব্য। কিন্তু মুআল্লেমদিগকেও আমি বলিয়া দিতেছি যে, তাঁহারা যেন নিজেদের শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তন করিয়া লন। তালেবে-এলমদের যোগ্যতা অনুসারে শিক্ষণীয় বিষয় বর্ণনা করেন। মীযানুস ছারফ্ নামক প্রাথমিক ব্যাকরণের শিক্ষা দানকালে 'শরহে মোল্লাজামী' নামক উচ্চ শ্রেণীর ব্যাকরণ না পড়ান। আমি একজন মুদাররেস্‌কে দেখিয়াছি, সেই আল্লাহুর বান্দা 'মীযান' পড়াইবার সময় বর্ণনা করিতেছেন: الحمد শব্দের م لا الف। টি ق। مشعر। অর্থাৎ

www.BANGLAKITAB.com

সকল সংখ্যাকে ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। الف لام চারি প্রকার, জেন্সী আহ্দে খারেজী, আহ্দে যেহ্নী এবং এস্তেগ্রাকী। বলুন ত, এসমস্ত বিষয় কি 'মীযান' পড়াইবার সময় বর্ণনা করার বিষয়? সেই মুদাররেস ছাহেব বলিয়া যাইতেছেন, আর তালেবে এল্ম তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। আমি বলিলাম: এই বেচারার নিকট তো الف لام শুধু এস্তেগ্রাকের জন্যই হইতেছে। আর কিছুর জন্য হয় না, এস্তেগ্রাক অর্থ ডুবিয়া যাওয়া, আপনার এই الف لام-এর বর্ণনা তো তাহাকে ডুবাইয়াই দিয়াছে।

এইরূপে মুদাররেসগণের উচিত প্রত্যেক তালেবে এল্ম্কে আরবী শিক্ষার পূর্ণ কোর্স পড়ান আবশ্যকীয় মনে না করা, যাহার মধ্যে আরবী শিক্ষার সহিত মনের আকর্ষণ দেখিতে পান এবং যাহার বোধশক্তি ভাল পান তাহাকে পাঠ্য তালিকার সমস্ত কিতাবই পড়াইয়া দিন। আর যাহার মধ্যে দেখিতে পান যে, বোধশক্তিও ভাল নহে, আরবী শিক্ষার প্রতি মনের এত আকর্ষণও নাই, তাহাকে আবশ্যক পরিমাণ ধর্মীয় মাসায়েল পড়াইয়া বলিয়া দিবেন, যাও, দুনিয়ার কাজ-কর্মে লাগিয়া যাও। ব্যবসায় এবং শিল্পের কাজ কর। কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তি নেতৃত্বের যোগ্যতা প্রাপ্ত হয় না। কেহ কেহ অনুপযুক্তও হয়। এরূপ নির্বোধকে শিক্ষা সমাপ্তির সার্টিফিকেট দিয়া নেতা বানাইয়া দেওয়া খেয়ানত ব্যতীত কিছুই নহে।

بد گہر را علم و فن آموختن + دادن تیغ است دست رہزن

"অযোগ্য লোককে এল্ম এবং কৌশল শিক্ষা দেওয়া আর ডাকাতের হাতে তলওয়ার দেওয়া সমান কথা।"

কিন্তু আজ-কাল মুদাররেসগণ এবিষয়ে মোটেই খেয়াল করেন না। যত ছাত্র তাঁহাদের মাদ্রাসায় ভর্তি হয়, তাহাদের সকলেরই কি এল্মের প্রতি মনে পূর্ণ মিল বা আকর্ষণ আছে? সকলের বোধ শক্তিই কি সুষ্ঠু? কখনই নহে, তবে তাঁহারা তালেবে এল্ম্ বাছিয়া লন না কেন? এরূপ কম বোধশক্তির লোকের জন্য এক সীমা নির্ধারণ করিয়া লওয়া কর্তব্য। ইহার চেয়ে অধিক তাহাদিগকে যেন পড়ান না হয় এবং উক্ত সীমা এই পর্যন্ত হওয়া উচিত যাহা ধর্মের প্রয়োজনীয় মাস্আলাগুলি জানার জন্য যথেষ্ট হয়। আর সর্বসাধারণ লোকের জন্য উর্দু ভাষায় পাঠ্য তালিকা নির্ধারিত করা উচিত।

আল্হামদুলিল্লাহ্ এখন এল্ম সম্বন্ধে প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট বর্ণনা হইয়াছে। এখন দ্বীনী এল্ম অর্জন না করার পক্ষে আর ওযর চলিবে না। এখনও যদি কেহ দ্বীনী এল্ম শিক্ষা না করে, তবে সে উহার কোনই যুক্তিসঙ্গত কারণ দর্শাইতে পারিবে না। এখন দোআ করুন, আল্লাহ্ পাক আমাদেরে আমলের তাওফীক দান করেন:

وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

وَشَرَّفَ وَكَرَّمَ آمِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

www.BANGLAKITAB.com

এল্‌মের ব্যাপকতা

o

এল্‌মের আধিক্য এবং এল্‌মের বিভাগ সম্বন্ধে, সাহারানপুর মুযাহেরুল ওলুম মাদ্রাসায় ১৩৪০ হিজরী, ৭ই মুহার্‌রাম, জুমার রাত্রে ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট কাল দণ্ডায়মান অবস্থায় এই ওয়ায করিয়াছিলেন। প্রায় ২০০ লোক উপস্থিত ছিল। মাওলানা যাফর আহ্‌মদ ওস্‌মানী ছাহেব তাহা লিপিবদ্ধ করেন।

o

আজকাল লোকে জানা বিষয়ের আধিক্যকেই এল্‌ম মনে করিয়া রাখিয়াছে। অথচ এল্‌ম এক জিনিস আর জানা বিষয়গুলি অন্য জিনিস। আমাদের জানা বিষয় অনেক ; কিন্তু অন্তরের জ্ঞানশক্তি অধিক নহে। এল্‌ম দ্বারা জ্ঞান-শক্তি হাছিল হইয়া থাকে এবং যে সুষ্ঠু ও সবল জ্ঞানশক্তির সাহায্যে, সঠিক সিদ্ধান্তে তাড়াতাড়ি পৌঁছিতে পারা যায়, তাহাকেই "এল্‌ম" বলে।

o

خطبۂ ماثورہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم ط الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ ونؤمن بہ و نتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من یھدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ھادی لہ ونشھد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشھد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی الہ واصحابہ بارک وسلم *

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

الٓمّٓ ۝ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

www.BANGLAKITAB.com

।। প্রয়োজনীয় বিষয়ের এল্‌ম ।।

আমি এখন এই আয়াতগুলির সাহায্যে একটি জরুরী বিষয়ের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। ইহার সম্পর্ক নির্দিষ্টরূপে আলেমদের সহিত রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া তালেবে এল্‌মগণ ইহার অধিক মুখাপেক্ষী। আজিকার দাওয়াত-কারী যেহেতু তালেবে এল্‌মগণই ; সুতরাং তাঁহাদের রুচী অনুযায়ী বিষয় অবলম্বনে বর্ণনা করা আবশ্যক। যদিও এক হিসাবে বিষয়টি ব্যাপকও বটে কিন্তু সমস্ত মুসলমানেরই প্রয়োজনীয়ও বটে। কেননা, মুসলমান হিসাবে প্রত্যেক সময় প্রত্যেক মুসলমানই তালেবে এল্‌ম। কারণ এল্‌ম তলব করার একটি স্তর প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয। তাহা প্রয়োজনীয় বিষয়ের এল্‌ম অর্থাৎ আবশ্যক পরিমাণ আকায়েদের এল্‌ম এবং নামায রোযার মাস্‌আলা ও ক্রয়-বিক্রয় এবং সামাজিক জীবনযাপন সম্বন্ধীয় মাস্‌আলার এল্‌ম হাছিল করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। (হাদীসে আছে : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ । বিদ্যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। —লেখক) আর ধর্ম ও ধর্মীয় বিদ্যার সঙ্গে সমন্বয় সাধন, ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন এবং বোধশক্তি বৃদ্ধি করারও প্রয়োজন আছে। ইহারই নাম তালেবে এল্‌মী :

اَلْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا)

অর্থাৎ, হাদীসে আছে : এল্‌ম মু'মেন লোকের হারাধন, যেখানেই উহাকে পাওয়া যায়, মুসলমানই উহা লাভ করার অধিক হক্‌দার। —লেখক)

অতএব, এই বিষয়টি যেমন তালেবে এল্‌মদের প্রয়োজনীয় তদ্রূপ সমস্ত মুসলমানেরও প্রয়োজনীয়। কেননা, এইমাত্র বলিয়াছি যে, প্রত্যেক মুসলমানই তালেবে এল্‌ম। কিন্তু এই বিশেষণটি "কুল্লি মুশাক্কেক"-এর ন্যায় কতক মুসলমানের মধ্যে অধিক এবং কতক মুসলমানের মধ্যে কম রহিয়াছে। যাহারা যাবতীয় কার্য ত্যাগপূর্বক এল্‌ম তলব করার মধ্যেই মশ্‌গুল রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে এই বিশেষণটি সর্বক্ষণ পাওয়া যায় বলিয়া সর্বসাধারণ তাহাদিগকে তালেবে এল্‌ম বলিয়া থাকে। তালেবে এল্‌ম বলিতে মন তাহাদের দিকেই ধাবিত হয়। কিন্তু সাধারণতঃ তালেবে এল্‌ম নাম হইতে কোন মুসলমানই শূন্য নহে। কাজেই এই পর্যায়ে আজকার এই বিষয়টি একক মুসলমানেরই উপযোগী। আমি এতটুকু কথা এইজন্য বলিলাম যে, যাহারা তালেবে এল্‌ম নামে সমাজে পরিচিত নহেন, তাঁহারা যেন মনে করিতে না পারেন যে, এই বিষয়টি আমাদের দরকারী নহে। কেননা, এরূপ মনে করার মধ্যে দুই প্রকারের ফল ফলিত। যাঁহারা তালেবে এল্‌ম হইতেন তাঁহারা

www.BANGLAKITAB.com

আমার ওয়ায শুনিয়া আফস্সুস করিতেন আর যাঁহারা তালেবে এল্ম না হইতেন তাঁহারা স্বাধীন হইয়া মনে করিতেন আমাদের নিশ্চিন্ত হইয়া বসা উচিত। আজিকার ওয়াযের লক্ষস্থলই আমরা নই। বিভিন্ন প্রকারের স্বভাবের উপর এরূপ ধারণার বিভিন্ন ফল ফলিত। কাজেই আমি বলিয়া দিলাম যে, মূলতঃ এই বিষয়টি সকলেরই প্রয়োজনীয়। তবে তালেবে এল্মদের সহিত ইহার সম্পর্ক অধিক। সেই জন্যই এদিকে তাহাদের দৃষ্টি ও মনোযোগ অধিক হওয়া আবশ্যক।

কারণ, প্রথমতঃ 'তালেবে এল্ম' বিশেষণটি তাহাদের মধ্যে অন্যান্য মুসলমান অপেক্ষা অধিক রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, তাহারা ভবিষ্যতে জনসাধারণের অনুসরণীয় হইবে; সুতরাং তাহাদের নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্বন্ধে তাহাদের অধিক অবহিত হওয়া আবশ্যক। খোদা না করুন, তাহাদের মধ্যে কর্তব্য জ্ঞানের ত্রুটি হইলে তাহাতে অন্যান্য লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কেননা, তাহারাই হইবে ধর্মীয় বিধানের প্রচারক। অতএব, সাধারণ লোক তাহাদের মধ্যে কোন কার্যের ত্রুটি দেখিলে মনে করিবে, প্রচারকের মধ্যেই যখন ধর্মীয় বিধান মানিয়া চলার গুরুত্ব নাই, তখন বোধ হয় এসমস্ত বিধান মান্য করা তত জরুরী নহে। কেহ কেহ আবার সত্য সত্যই এরূপ বিশ্বাস করিয়া বসে। তাহারা শরীয়ত বিধান হইতে অব্যাহিত পাওয়ার জন্য টাল বাহানা করে। আর যাহারা বাহানা অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, তাহারা যেহেতু অবগত আছে যে, শরীয়তের বিধান সকল মুসলমানদের জন্যই ব্যাপক, কাজেই আলেমদের শৈথিল্য দেখিয়া তাহাদের বিশ্বাসের দিক দিয়া যদিও কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু বিধান অমান্য করার দোষারোপ হইতে রক্ষা পাওয়ার তাহারা সুযোগ পায়। যদি কেহ তাহাদিগকে নেক কাজের আদেশ করে, তবে তাহারা সাহসিকতার সহিত উত্তর দেয় যে, মিঞা! একাজে তো মৌলবীরাও ত্রুটি করিতেছে, আমরা তো পূর্ব হইতেই দুনিয়াদার। অতঃপর তাহারা পূর্ব হইতে আরও অধিক ত্রুটি করিতে আরম্ভ করে। ইহার কারণ হইল এসমস্ত আলেম এবং ধর্ম প্রচারক। সুতরাং আমার অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ের সহিত তালেবে এল্মদের সম্পর্ক অধিক। এদিকে তাঁহাদের অধিক মনোযোগ প্রদান করা কর্তব্য। মোটকথা, এই বিষয়ের সহিত তালেবে এল্মদের সম্পর্ক প্রথম পর্যায়ের এবং অধিক। আর অন্যান্য মুসলমানের সহিত দ্বিতীয় পর্যায়ের এবং পরবর্তী স্তরের। এখন বিষয়টিকে নির্দিষ্ট করিয়া দেই, পরে ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিব।

॥ এল্মের আধিক্য ॥

আমার বক্তব্য সেই বিষয়টি এই যে, এল্মের আধিক্য ও উন্নতি কাম্য। অর্থাৎ, এল্ম তো কাম্য বটেই; যেমন বহু আয়াত ও হাদীসে তাহা সবিস্তার উল্লেখ

www.BANGLAKITAB.com

রহিয়াছে, সমস্ত আলেমই তাহা জানেন। এখন আমি তাহা বর্ণনা করা প্রয়োজন মনে করি না। আমি শুধু এতটুকু বলিয়া দিতে চাই যে, এল্‌ম শিক্ষা করা যেমন কাম্য তদ্রূপ উহার উন্নতি এবং আধিক্যও কাম্য। কেহ কেহ মনে করিয়া থাকিবেন, উহা বর্ণনা করারই বা কি প্রয়োজন? আমরা পূর্ব হইতে নিজেরাই তদ্রূপ আমল করিতেছি। কেননা, কিতাবের পর কিতাব পড়িয়া যাইতেছি। প্রত্যেক বিষয়ে একটি দুইটি নহে বহু সংখ্যক কিতাব পড়িতেছি। অতএব, এল্‌ম বৃদ্ধি করার জন্য আমরা নিজেরাই আমল করিতেছি। ইহাকে কাম্যও মনে করিতেছি। কাম্য মনে না করিলে আমল কেন করিতেছি?

একথার প্রকৃত জবাব এই যে, এল্‌মের আধিক্য দুই প্রকার। (১) এল্‌মের বাহ্যিক অবস্থার উন্নতি। (২) এল্‌মের মূল তথ্য সম্বন্ধীয় উন্নতি। আপনারা এল্‌মের উন্নতির জন্য যে আমল করিতেছেন তাহা এল্‌মের বাহ্যিক অবস্থার উন্নতি। উহাকে এল্‌মের হাকীকতের উন্নতি বলা যায় না। কেননা, বহু সংখ্যক কিতাব পাঠ করিলে হাকীকতে এল্‌মের উন্নতি হয় না; বরং উহার জন্য অন্যবিধ উপকরণ রহিয়াছে যাহা একটু পরে আপনারা জানিতে পারিবেন। উহার প্রতি আপনারা অমনোযোগী রহিয়াছেন, কাজেই আপনাদের এই প্রশ্ন লক্ষণীয়ই নহে, কিন্তু আমি অনুগ্রহ স্বরূপ প্রশ্নটিকে সঙ্গত বিবেচনা করিয়া উত্তর দিতেছি যে, যে বস্তুকে আপনারা এল্‌মের উন্নতি এবং আধিক্য মনে করিতেছেন, উহা উন্নতিই নহে। কেননা, আপনারা এল্‌মের উন্নতিকে এক নির্দিষ্ট পরিমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। অথচ উহার আধিক্য ও উন্নতির কোন সীমা নাই; বরং উহা একটি সীমাহীন ও অফুরন্ত বিষয়। বর্তমান অবস্থায় অসীম নহে যাহা অসম্ভব; বরং এই অসীমের অর্থ এই যে, কোন সীমায় যাইয়া থামে না; বরং চলিতেই থাকে।

এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, কিতাবসমূহ পড়াতে বা পড়ানোতে আপনারা কোন্ উন্নতি কামনা করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, পাঠ্যতালিকার শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছাই আপনাদের উদ্দেশ্য। উহার পরে আপনাদের অনেকে শুধু নিশ্চিন্তই হন না; বরং নিজেকে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী এবং বিদ্যান্বেষণ হইতে মুক্ত মনে করিতে থাকেন। এরূপ ধারণার পরে আরও অধিক এল্‌ম হাছিল করার কাজে কে মশ্‌গুল থাকে? পাঠ্য তালিকার কিতাবগুলি পড়িয়া শেষ করার পর অবস্থা এই দাঁড়ায়, যাহাদের মধ্যে সামর্থ্য ও মেধাশক্তির অভাব, তাহারা ত পড়া ও পড়ানোর কাজ ছাড়িয়া দেয় আবার কেহ কেহ যেকের-ফেকেরে মশ্‌গুল হইয়া যায়। আর কেহবা ওয়ায নছীহতের পেশা অবলম্বন করে।

কেননা, এসব বিষয়ে নফ্‌সানী আনন্দ বিদ্যমান রহিয়াছে। কাহারও মধ্যে দৈহিক ভোগের মাধ্যমে নফ্‌সানী আনন্দের উপভোগ আছে। আর কাহারও

www.BANGLAKITAB.com

মধ্যে দৈহিক ভোগের মাধ্যম ব্যতীত নফ্‌সানী আনন্দ রহিয়াছে। ওয়ায করিয়া বেড়ানোর মধ্যে দৈহিক ভোগের মাধ্যমে নফ্‌সানী আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। কেননা, মানুষ ওয়ায়েযের পাছে পাছে ঘুরিয়া থাকে। দৈহিক এবং আর্থিক খেদমত করিয়া থাকে। সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য খাইতে পাওয়া যায়, মূল্যবান যান-বাহনে আরোহণ করা যায়। কোথাও মোটর, কোথাও ফিটন গাড়ী, কোথাও ফাষ্ট ক্লাশের বগীতে ভ্রমণ ইত্যাদি উপভোগ করা যায়। আর যেকের ফেকেরে দৈহিক উপভোগের মাধ্যম ব্যতীত নফ্‌সের আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। কেননা, কোন কোন লোক এই উদ্দেশ্যে যেকের-ফেকেরে মশ্‌গুল হইয়া থাকে যে, তাহাদের কাম্য সম্মান লাভ করা। অর্থাৎ তাহাদের বাসনা হইতেছে সূফী ও বুযুর্গ সাজিয়া মানুষের অন্তরসমূহের উপর আধিপত্য লাভ করা, ইহাতে তো নফ্‌সের আনন্দ লাভ হয়। কিন্তু দৈহিক উপভোগের মাধ্যম ইহাতে এই জন্য নাই যে, যেকের-ফেকেরে মশ্‌গুল হইলে তাহাদিগকে নানাবিধ রিয়াযৎ এবং সাধনা করিতে হয়। যথা—কম খাওয়া, কম শোওয়া ইত্যাদি ; বরং কেহ কেহ সম্মান লাভের উদ্দেশ্যে এমন অতিরিক্ত দৈহিক কষ্ট বরদাশ্‌ত করিয়া থাকেন যে, এক বেলা খাদ্য গ্রহণ করেন এবং মোটা কাপড় পরিধান করেন, যেন লোকে তাঁহাদিগকে ত্যাগী ও বিরাগী মনে করে। এই তো গেল কপট লোকের অবস্থা। আর যাঁহারা খাঁটি অন্তঃকরণের তাঁহারা নফ্‌সানী আনন্দ উপভোগের প্রত্যাশী নহেন বটে, কিন্তু নফ্‌সানী আনন্দ হইতে তাহারাও মুক্ত নহেন। কেননা যেকের-ফেকেরে তাঁহারা এমন কতক উদ্দেশ্য মনে করিয়া রাখিয়াছেন যাহা প্রকৃত পক্ষে উদ্দেশ্য নহে ; বরং নফ্‌সানী আনন্দের অন্তর্ভুক্ত। যদিও তাঁহারা সমুদয়কে নফ্‌সানী আনন্দ মনে করেন না, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে যেহেতু তাহা নফ্‌সের আনন্দই বটে এবং তাঁহারা উহার প্রত্যাশী। সুতরাং যদিও তাঁহারা জানেন না, তথাপি তাঁহারা নফ্‌সানী আনন্দেরই প্রত্যাশী বলিয়া গণ্য।

যেমন, যেকের শোগলে যে স্বাদ পাওয়া যায়, অধিকাংশ যেকেরকারী সেই স্বাদের প্রত্যাশীও আছেন এবং উহাকে রূহানী স্বাদ মনে করিয়া উদ্দেশ্য মনে করিয়া থাকেন। অথচ সেই স্বাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নফ্‌সের আনন্দ। আর যদিচ এই লজ্জৎও ক্ষতিকর নহে ; বরং কোন স্তরে প্রশংসনীয়ও বটে ; কিন্তু তথাপি তাহা উদ্দেশ্যেও নহে। কেননা, প্রশংসনীয় হইলেই তাহা উদ্দেশ্য হওয়া অনিবার্য নহে। অথচ অধিকাংশ যাকেরই উহাকে উদ্দেশ্য বুঝিয়া লইয়াছে। বিশুদ্ধরূপে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তোষ অর্জন এবং খাঁটি যেকের অতি অল্পই তাহাদের উদ্দেশ্য ; বরং এই নফ্‌সানী আনন্দ লাভই তাহাদের অধিক কাম্য। কেননা, এই নফ্‌সানী লয্‌যৎ যদি তাহাদের কাম্য না হইত, তবে তরীকতপন্থী এবং যাকেরগণ সে সমস্ত অভিযোগ কখনই করিতেন না যাহা আজকাল পীরের নিকট মুরিদগণ করিয়া থাকে। কেননা, যদি

www.BANGLAKITAB.com

বাস্তবিকই কেবল আল্লাহ্ তা'আলার সন্তোষ লাভ এবং খাঁটি যেকের তাহাদের কাম্য হইত, তবে তাহা তো লয্‌যৎ না পাওয়ার অবস্থায়ও তাহাদের হাছিল আছে, আবার অভিযোগ কিসের? লয্‌যৎ না পাওয়ার কারণে উদ্দেশ্যের কি হানি হইল যাহার অভিযোগ করা যাইতে পারে? কোরআন বা হাদীসের কোন দলিল দ্বারা কি ইহা প্রমাণিত আছে যে, লয্‌যৎ হাছিল না হইলে যেকের ফেকেরের সওয়াব কম হইবে? বলা বাহুল্য, কোন দলিল দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় নাই। তবে লয্‌যৎ না পাওয়ার দরুন চিন্তা ও বিষণ্ণতা এবং পীরের নিকট অভিযোগ কেন? কাজেই বুঝা যায় যে, ইহারা গৌণ উদ্দেশ্যকে মুখ্য এবং মুখ্য উদ্দেশ্যকে গৌণ মনে করিয়া থাকে। এই কারণেই লয্‌যৎ কম পাইলে কাজের মধ্যেও ত্রুটি করিতে আরম্ভ করে।

॥ লয্‌যতের প্রভেদ ॥

এখন আমি রূহানী লয্‌যৎ এবং নফ্‌সানী লয্‌যতের প্রভেদ বর্ণনা করিতেছি যেন যাকেরগণ ধোকায় পতিত না হন এবং নফ্‌সের আনন্দ ভোগে বিভোর না হন। স্মরণ রাখিবেন, যেকের-শোগল, নামায রোযা প্রভৃতি এবাদতে রূহের যে কাইফিয়ত হাছেল হয় তাহা অতিশয় সূক্ষ্ম। এমন কি, অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে উহাকে কাইফিয়ত বলিয়া অনুভব করাও মুশ্‌কিল। উহা প্রবলরূপে প্রকাশ পায় না। উহার লক্ষণ এই যে, দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে থাকে। পক্ষান্তরে নফ্‌সের কাইফিয়ত প্রবল ভাবে প্রকাশ পায়, যাহার প্রভাবে মানুষ অনেক সময় শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করিয়া ফেলে। যদিও এই অবস্থার প্রাবল্যে মানুষ অক্ষম ও মা'যুর হইয়া পড়ে, কিন্তু এই লয্‌যৎ বা হাল উদ্দেশ্য ও কাম্য নহে, উহার স্থায়িত্বও নাই; বরং কিছু সময় পরে এই অবস্থা লোপ পাইতে থাকে। আর রূহের লয্‌যৎ ও কাইফিয়তের স্বরূপ এই, যাহা রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) হাদীসে বর্ণনা করিয়াছেন:

جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلٰوةِ অর্থাৎ, "আমার চোখের শান্তি নামাযের মধ্যে নিহিত রাখা হইয়াছে।" ইহার স্বরূপ সেই ব্যক্তিই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে যাহার এই শান্তি হাছিল হইয়াছে। কিন্তু উহার লক্ষণ এই যে, নামায ধীরস্থির ভাবে আদায় করে, তাড়াহুড়া করে না, আর দুনিয়ার কোন বিষয়ই নামায হইতে বিরত রাখিতে পারে না। নামায ব্যতীত অন্তরে শান্তি না পাওয়া, সময় আসিতেই নামাযের জন্য অস্থির হইয়া পড়া। ইহাকে বলে খাঁটি সৌন্দর্যপূর্ণনামায, ইহারই নাম রূহানী কাইফিয়ত পক্ষান্তরে তরীকতপন্থীদের অন্তরের মধ্যক্ষেত্রে যে হালের বা কাইফিয়তের আবির্ভাব হয়, যেমন মোহিতহইয়া যাওয়া, ভাবে নিমগ্ন হওয়া প্রভৃতি। এসমস্ত অবস্থা কোন কোন সময় এত প্রবল হইয়া দাঁড়ায় যে, উহার প্রভাবে মানুষ শরীয়তের সীমা ছাড়াইয়া যায়

www.BANGLAKITAB.com

এই হাল কখনও কাম্য নহে। আর যাহার মধ্যে এখলাছ রহিয়াছে, যাহার নাম রূহানী কাইফিয়াত তাহাতে কুমন্ত্রণাই উদিত হউক না কেন তদবস্থায় সেই লয্‌যতের প্রত্যাশায় বিভোর হওয়া ঠিক—এইরূপ—যেমন মাওলানা বলিতেছেন ঃ

دست بوسی چوں رسید از دست شاہ + پائے بوسی اندراں دم شد گناہ

অর্থাৎ, "বাদশাহ্ যাহাকে তাঁহার হস্ত চুম্বনের সুযোগ দান করিয়াছেন, এমন অবস্থায় সেই ব্যক্তি যদি বলে, না হুযুর! আমি তো আপনার পা-ই চুম্বন করিব। তবে ইহা গুনাহ্ এবং অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।" নফ্‌সানী লয্‌যতে মোহিত হওয়া তো এই পদ চুম্বনেরই অনুরূপ এবং খাঁটি রূহানী হাল ও সুন্দর রূহানী লয্‌যতের তুলনা সেই হস্ত চুম্বনেরই মত। তবে ভাবিয়া দেখুন, উত্তমকে ছাড়িয়া অধমের প্রত্যাশী হওয়া ভুল কি না?

॥ খোদা ভীতি ও একাগ্রতার স্বরূপ ॥

নফ্‌সানী লয্‌যতে বিভোর ও মোহিত হওয়া কাম্য না হওয়ার প্রমাণ এই যে, কোরআনে বা হাদীসে কোথাও উহার ফযীলত উল্লেখ নাই; বরং হাদীস শরীফে খোদা-ভীতি ও একাগ্রতার স্বরূপ এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে যে ঃ

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلاً عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهٖ لَا يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهٗ غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ ـ اَوْكَمَا قَالَ

"যে ব্যক্তি ওযূ করিয়াছে এবং ভালরূপে ওযূ করিয়াছে, অতঃপর দুই রাকআত নামায এমন ভাবে পড়িয়াছে যে, সমস্ত মন উহার প্রতি আকৃষ্ট রহিয়াছে এবং উহাতে মনের সহিত কোন প্রকার বাজে ভাবাগোনা না করে, সে ব্যক্তি বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে।" হুযুর একথা বলেন নাই لَا يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهٗ "অর্থাৎ, তাহার অন্তর উহাতে কোন কথা না ভাবে", বরং এইরূপ বলিয়াছেন : لَا تَحَدَّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهٗ ইহার অর্থ এই যে, নিজের ইচ্ছায় মনের মধ্যে কোন ভাবনা চিন্তা আনয়ন না করে। অবশ্য অনিচ্ছায় আপনাআপনি কল্পনা আসিলে ক্ষতি নাই। যখন বুঝিতে পারিলেন যে, আপনাআপনি চিন্তা কল্পনা আসিয়া পড়া নিন্দনীয় নহে। সুতরাং অনিচ্ছায় আপনাআপনি কল্পনা আসা কাম্যও নহে। হাঁ, তবে ইচ্ছা করিয়া কল্পনা আনয়ন করা অবশ্যই খারাব। নিজে ইচ্ছা করিয়া উহা আনয়ন না করাই কাম্য। সুতরাং যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে কোন প্রকার কল্পনা আনয়ন না করে, তাহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। অতএব, কেহ যদি এই চেষ্টায় লাগিয়া থাকে যে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনের মধ্যে কোন প্রকার চিন্তা ও কল্পনা না আসুক, ইহা এমন চেষ্টা যাহা কাম্য নহে।

www.BANGLAKITAB.com

হাদীস শরীফে আছে যে : হযরত ছাহাবায়ে কেরাম এই জাতীয় ভাবাগোনা উদিত হওয়ার অভিযোগ করিয়াছেন। উহার উত্তরে হুযূর(দঃ) তাঁহাদিগকে এমন কোন ওযীফা শিখাইয়া দেন নাই—যাহাতে চিন্তা ও কল্পনার আগমন স্বতঃই বন্ধ হইয়া যায়; বরং সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করার নির্দেশ দিয়াছেন : ذَاكَ صَرِيْحُ الْاِيْمَانِ "উহা ঈমানের স্পষ্ট লক্ষণ।" আরও বলিয়াছেন : فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَلْيَنْتَهِ "আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় ও সাহায্য ভিক্ষা করা উচিত এবং সেই কল্পনা চিন্তাহইতে বিরত থাকা উচিত।" ইহার সারমর্ম এই যে, নিজেকে যেকের ফেকেরের প্রতি মনোযোগী করিয়া দিবে। মনে কি কল্পনা আসিতেছে বা আসিতেছে না, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিবে না। অর্থাৎ, স্বেচ্ছায় কল্পনার ও চিন্তার প্রতি মনোনিবেশ করিবেন না। "لِيَنْتَهِ" অর্থাৎ, "বিরত থাকার অর্থ ইহাই।" এরূপ অর্থ নহে যে, সেই কল্পনা চিন্তাকে রোধ করার প্রতি মনোযোগী হইয়া পড়িবে। ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝা গেল যে, কল্পনা চিন্তা একেবারে মনে না আসা উদ্দেশ্য নহে। তাহা হইলে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) কল্পনা মনে না আসাই উদ্দেশ্য বলিয়া পরিষ্কার ভাষায় বলিয়া দিতেন।

কেহ একথার উপর সন্দেহ করিতে পারেন—যদিও হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নামাযের মধ্যে মনে কোন প্রকার কল্পনা আসিলে গুনাহ্ হইবে না। কিন্তু কোরআন শরীফ হইতে জানা যায় যে, কল্পনার জন্য হিসাব এবং পাকড়াও করা হইবে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন : وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ "আমি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমি জানি মানুষের মনে যাহাকিছু কল্পনা ও ভাবাগোনা হইয়া থাকে।" ইহাতে প্রকাশ্য ভাবে সন্দেহ হয় যে, কল্পনার জন্যও শাস্তি হইবে। কেননা, অনেক আয়াতে يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ "আল্লাহ্ তা'আলা জানেন—যাহাকিছু তাহারা করিতেছে।" প্রভৃতি এবারতে শাস্তির প্রতিই ইঙ্গিত রহিয়াছে বলিয়া মুফাস্‌সেরগণ সকলেই একমত। কিন্তু সন্দেহকারী আয়াতের মর্মার্থে চিন্তা করেন না বলিয়াই এরূপ সন্দেহ করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন কোরআন শরীফের প্রতি যে সমস্ত সন্দেহ ও প্রশ্ন উত্থিত হইয়া থাকে উহাদের অধিকাংশই পূর্বাপরের প্রতি লক্ষ্য না করার কারণেই হইয়া থাকে। অন্যথায় কোরআনের কোন বিষয়-বস্তুই কোন প্রকারের সন্দেহ বা প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে না। কোরআন বাস্তবিকই— بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ অর্থাৎ, 'হেদায়তের জন্য স্পষ্ট দলিল এবং হক ও বাতেলের মধ্যে তারতম্য করণের মাপকাঠি।' কিন্তু তাহা কাহার জন্য? একমাত্র কোরআনের মর্মার্থের প্রতি গভীরভাবে

www.BANGLAKITAB.com

চিন্তাকারীদের জন্য—كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ "ইহা একটি পবিত্র ও মহান কিতাব। আমি তাহা আপনার উপর নাযিল করিয়াছি। উদ্দেশ্য—লোকে উহার আয়াতসমূহে চিন্তা করিবে।" এখন শুনুন, نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ আয়াত দ্বারা কেমন করিয়া সন্দেহের উদয় হয় যে, কল্পনার জন্যও মানুষকে শাস্তিপ্রদান করা হইবে? সন্দেহ উদিত হওয়ার কারণ এই যে, লোকে অন্যান্য আয়াতের ন্যায় এই আয়াতেও শাস্তির প্রতি ইঙ্গিতই বুঝিয়া লইয়াছে এবং মনে করিয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেন বলিতেছেন: "আমি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমি তাহাদের মনের চিন্তাভাবনা ও কল্পনাসমূহ খুব ভালরূপে অবগত আছি। কাজেই লোকে যেন কখনও মনে না করে যে, তাহাদের মনের কল্পনা ও চিন্তা কেহ জানে না।" যেমন, نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ "যাহাকিছু তাহারা ব্যক্ত করে সবই আমি জানি।" আর نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ "যাহাকিছু তাহারা বলে তাহাও আমি খুব ভালরূপে জানি।" প্রভৃতি আয়াতে শাস্তির ধমক প্রদান করা হইয়াছে। তদ্রূপ: نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ আয়াতেও আযাবেরই ধমক প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু আমি বলি, এই আলোচ্য আয়াতটির পূর্বাপরের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, শাস্তির সঙ্গে এই আয়াতের কোন সম্পর্কই নাই।

॥ সৃষ্টিকর্তা ও জ্ঞানী হওয়া ॥

এই আয়াতে কেবল একথার প্রমাণ বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলাই মানুষের সৃষ্টিকর্তা এবং তাহাদের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সমস্ত কথা ও চিন্তা কল্পনা সম্বন্ধে অবহিত। অনুরূপভাবে আর একস্থানে তাঁহার সৃষ্টিকর্তা গুণ দ্বারা তাঁহার জ্ঞানী হওয়া প্রমাণ করিয়া বলিয়াছেন: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ "যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিও কি নিজের সৃষ্ট বস্তু সম্বন্ধে জানিবেন না? অথচ তিনি অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী ও মহাজ্ঞানী।" এখানে আলোচ্য আয়াতেও সৃষ্টিকারী ও জ্ঞানী গুণদ্বয়েরই প্রমাণ উল্লেখ করা হইয়াছে। অত্র আয়াতের পূর্ব ও পরের আয়াতগুলির মধ্যে চিন্তা করিলেই তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে। পূর্ব আয়াতগুলিতে প্রথম হইতে চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এখানে পুনরুত্থানে অবিশ্বাসীদের মতবাদ খণ্ডনের জন্য পুনরুত্থান বা পরলোকের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছেন এবং পুনরুত্থান করিতে দুইটি বস্তুর প্রয়োজন। একটি পূর্ণ ক্ষমতা, যদ্দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা অস্তিত্ববিহীন পদার্থকে অস্তিত্ব প্রদান করিতে সমর্থ হন, দ্বিতীয়টি পূর্ণ জ্ঞান যাহার সাহায্যে দেহসমূহে মৃত্যুর

www.BANGLAKITAB.com

পর উহাদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অংশসমূহকে একত্রিত করা সম্ভব হয়। দেখুন, আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমতঃ পুনরুত্থান অবিশ্বাসকারীদের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাহারা মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়াকে আশ্চর্যজনক এবং অসম্ভব বা সুদূর পরাহত বলিয়া মনে করে। তাহারা বলে : ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ "পুনরুত্থান সুদূর পরাহত পুনর্জীবন" অতঃপর তাহাদের এই বিস্ময়বোধ এবং অসম্ভব ধারণা খণ্ডনের জন্য নিজে পূর্ণ জ্ঞানী হওয়ার দাবী করিয়াছেন :

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ *

ইহার সারমর্ম এই যে, আমার জ্ঞানের এই মহিমা—আমি তাহাদের সেসমস্ত অংশ সম্বন্ধে অবগত আছি যাহাকে মাটি খাইয়া ফেলে এবং বিলুপ্ত করিয়া দেয়। আর ইহাও নহে যে, আমি উহা আজ হইতে অবগত আছি, পূর্বে জানিতাম না ; বরং আমার জ্ঞান অনাদি অনন্ত। এমন কি, আমি অস্তিত্ব প্রাপ্তির পূর্বেই সকল পদার্থের সর্ববিধ অবস্থা নিজের অনাদি অনন্ত জ্ঞানের সাহায্যে "লৌহে-মাহ্ফুয" নামক একটি দফতরেও লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছি। আজ পর্যন্ত আমার নিকট সেই রক্ষিত দফতর বিদ্যমান রহিয়াছে। উহার মধ্যে সেই বিলুপ্ত অংশসমূহের আকৃতি, প্রকৃতি, স্থান ও পরিমাণ প্রভৃতি সমস্ত কিছুই লিপিবদ্ধ আছে।

অতঃপর নিজের পূর্ণ ক্ষমতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে আসমান-জমিনের সৃষ্টি এবং বৃষ্টি ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন : 'আমি কেমন সুন্দর ও মজবুত করিয়া আসমানকে সৃষ্টি করিয়াছি যাহাতে এত দীর্ঘকাল পরেও কোন প্রকারের টুট-ফাট হয় নাই! আর জমিনকে কেমন সুন্দরভাবে বিছাইয়া দিয়াছি তাহাতে পাহাড়সমূহকে বসাইয়াছি এবং প্রত্যেক প্রকারের সুন্দর উদ্ভিদসমূহ উৎপন্ন করিয়াছি? আর আসমান হইতে বরকতের পানি নাযিল করিয়াছি। উহা দ্বারা বাগানের বৃক্ষসমূহ জন্মাইয়াছি এবং খাদ্যশস্য ও খেজুরের গাছ উৎপন্ন করিয়াছি। যাহাতে শুষ্ক ও অনুর্বর জমিনে প্রাণের সঞ্চার হইয়াছে। অতএব, বুঝিয়া লও যে, এইরূপে মৃত দেহও পুনরায় জীবিত হইতে পারে।

অতঃপর বলিতেছেন : اَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ "আমি কি প্রথম বারের সৃষ্টিতেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, দ্বিতীয়বার জীবিত করিতে পারিব না?" এইরূপ ধারণাও ভুল। কেননা, ক্ষমতার অভাবেই তো ক্লান্তি আসিয়া থাকে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতা অপূর্ণ নহে ; বরং চরম স্তরের পূর্ণ। স্বয়ং সৃষ্টজগৎ উহার সাক্ষী। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলার ক্লান্তিও নাই। এই পর্যন্ত তিনি স্বীয় ক্ষমতার পূর্ণতা

www.BANGLAKITAB.com

প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন। অতঃপর নিজের সৃষ্টিকর্তা গুণের উল্লেখ করিয়া প্রথমে দাবী কৃত পূর্ণ জ্ঞানের প্রমাণ দিতেছেন :

ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه

"অর্থাৎ, আমি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি। (ইহাতে আমার চরম স্তরের জ্ঞান, কৌশল এবং ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কেননা, মানুষ সমস্ত সৃষ্ট জগতে সর্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান, চতুর এবং জ্ঞানী। অতএব, বুঝিয়া লও এমন সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা কেমন জ্ঞানী হইতে পারেন।) আর আমি সে সমস্ত কথাও অবগত আছি যাহা মানুষের অন্তরে কল্পনারূপে উদিত হয়। কেননা, অন্তরের আলোড়নই উহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। আর সেই আলোড়ন আমিই সৃষ্টি করিয়া থাকি। ইহার প্রমাণ এই যে, এসমস্ত চিন্তা ও কল্পনা মানুষের ইচ্ছাধীন নহে। অতএব, যে খোদা মানুষের অন্তরের এমন কল্পনা এবং ভাবাগোনাও অবগত আছেন যাহা মানুষের অনিচ্ছাক্রমে সাময়িকভাবে মনে উদিত হয় বলিয়া উহার দায়িত্বও নাই, সে খোদা মানুষের অন্তরে স্থায়ী-ভাবে উৎপন্ন ইচ্ছা এবং সঙ্কল্প সম্বন্ধে কেন অবগত থাকিবেন না? তদুপরি তিনি মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির কাজ এবং মুখের কথা কেন জানিতে পারিবেন না যাহা তাঁহার সৃষ্ট মানুষও জানিতে পারে? যদিও এসমস্ত কাজ-কর্ম এবং মুখের কথা সাময়িকভাবে ক্ষণেকের তরে সংঘটিত হয় বলিয়া স্থায়ীও নহে; তথাপি অনুভবনীয় অস্তিত্বের অধীন বলিয়া মানুষও উহাকে অনুভব করিতে পারে, তবে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা কেন তাহা অনুভব করিতে পারিবেন না? আর তিনি যখন মনের কল্পনা, ইচ্ছা ও সঙ্কল্প এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির কার্য ও মুখের কথা সবকিছুই অবগত আছেন, তবে তিনি মানুষের মৃতদেহের যে সমস্ত অংশ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া বিভিন্ন মৌলিক ও অমৌলিক পদার্থের মধ্যে মিশিয়া রহিয়াছে তাহা কেন জানিতে পারিবেন না? আমাদের আলোচ্য আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে এতটুকু কথা বুঝা গিয়াছিল। পরবর্তী আয়াতসমূহে এই কথাটির প্রমাণ তো আরও স্পষ্টরূপেই বিদ্যমান রহিয়াছে।

অতঃপর তিনি বলিতেছেন : ونحن اقرب اليه من حبل الوريد

অর্থাৎ, "জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাহার ঘাড়ের রগ হইতে অধিক নিকটবর্তী।" (ঘাড়ের রগ বলিতে এখানে সেই রগই উদ্দেশ্য জীবন যাহার উপর নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে জীবনের নির্ভর নফ্‌স এবং রূহের উপরেও বটে। অতএব, এই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমি মানুষের অবস্থাসমূহ তাহাদের নফ্‌স এবং রূহের চেয়েও অধিক জানি। কেননা, আমার জ্ঞান অনাদি ও অনন্ত এবং দিব্যও বটে আর

www.BANGLAKITAB.com

মানুষের নফ্‌স এবং রূহের জ্ঞান দিব্যই হউক আর অর্জিতই হউক তাহা অস্থায়ী অর্থাৎ আদি অন্ত বিশিষ্ট। বস্তুতঃ অর্জিত জ্ঞান যে, মূলতঃ ত্রুটিবহুল. ইহা অনস্বীকার্য।)

আলেমগণ একথায় একমত রহিয়াছেন যে, এই আয়াতে নিকটবর্তী শব্দের অর্থ জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে নিকটবর্তী। অতএব, এস্থলে نحن اقرب اليه من حبل الوريد কথাটি ঠিক সেইরূপ যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ الا يعلم من خلق..... "যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিও কি জানেন না?" অতঃপর বলিয়াছেন ঃ وهو اللطيف الخبير 'অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ।' উভয় আয়াতের সারমর্ম একই। অর্থৎ, সৃষ্টিকর্তা-গুণ হইতে জ্ঞানী হওয়ার প্রমাণ করা হইয়াছে এবং আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানের পূর্ণতা ও ত্রুটি-বিহীনতা প্রমাণ করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা পুনরুত্থানের ও পরলোকের অস্তিত্ব প্রমাণ পূর্বক মানুষের অন্তর হইতে উহার অসম্ভব ও সুদূর পরাহত হওয়ার বিশ্বাস দূর করাই উদ্দেশ্য। এখানে এমন কোন আলোচনাই নাই যে, সেই কল্পনা ও ভাবাগোনার জন্য শাস্তি হইবে কি, হইবে না ; বরং শুধু এতটুকু কথা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য যে, তিনি মানব-মনের সর্ববিধ কল্পনা ও চিন্তা সম্বন্ধে অবগত রহিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার জ্ঞান পরিপূর্ণ ও ত্রুটিবিহীন। খুব অনুধাবন করুন। অতএব, এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে না যে, মনে উদিত কল্পনার জন্য শাস্তি প্রদান করা হইবে। অবশ্য যে আয়াতে প্রথম দৃষ্টিতেই কল্পনা এবং ভাবাগোনার জন্য শাস্তি হওয়ার সন্দেহ হইতে পারিত, আল্লাহ্ তা'আলা তাহা অতি স্পষ্টরূপে ও পরিষ্কার ভাবে অপনোদিত করিয়া দিয়াছেন, আয়াতটি এইঃ

وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

"আর যদি তোমরা প্রকাশ কর ঐ সমস্ত কথাকে যাহা তোমাদের অন্তরের মধ্যে কল্পিত হয়। কিংবা উহাকে গোপন রাখ, সকল অবস্থায়ই আল্লাহ্ তা'আলা উহার হিসাব লইবেন। অতঃপর যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা আযাব দিবেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাশালী।" এখানে 'মা' শব্দটির ব্যাপকতায় স্বেচ্ছাকৃত কল্পনা এবং অনিচ্ছাকৃত কল্পনা উভয়ই অন্তর্ভুক্ত আছে। এই ব্যাপকতার কারণেই ছাহাবায়ে কেরামের মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল। অজ্ঞতা তাঁহাদের সন্দেহের কারণ ছিল না। ছাহাবা (রাঃ) জানিতেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা অনিচ্ছাকৃত কাজের জন্য শাস্তি প্রদান করিবেন না। কেননা ইহা সাধারণ জ্ঞানের কথাও বটে ;

www.BANGLAKITAB.com

বরং ভয়ের আতিশয্যে তাঁহারা সন্দেহ করিয়াছিলেন—হয়ত উভয়বিধ কল্পনার জন্যই শাস্তি হইতে পারে। কেননা, আয়াতের শব্দ বাহ্যত ব্যাপক। আর খোদা-ভীতি এমন একটি বস্তু যখন উহার প্রাবল্য হয়, তখন জ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য থাকে না; বরং জ্ঞান পরাভূত হইয়া যায়।

॥ খোদা-ভীতির সীমা ॥

হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি কোরবান হউন যিনি আমাদের জন্য খোদা-ভীতিরও একটি সীমা বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন। হুযুর (দঃ) ভিন্ন কেহই উহার সীমা বর্ণনা করিতে পারিতেন না। আমরা তো খোদা-ভীতির প্রতিটি স্তরকেই উদ্দেশ্য মনে করিতাম। কেননা, খোদা তা'আলাকে ভয় করা প্রশংসনীয় এবং উদ্দেশ্যও বটে। আর উদ্দেশ্যযুক্ত বস্তুর প্রত্যেকটি স্তরই বাহ্যতঃ উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। আমরা তো বহিঃদৃষ্টিতে এরূপই মনে করি। কিন্তু হুযুর (দঃ) এই মহান জ্ঞাতব্য বিষয়টিকে পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, উদ্দেশ্যযুক্ত বস্তুরও প্রত্যেকটি স্তর উদ্দেশ্য হওয়া জরূরী নহে; বরং উদ্দেশ্যযুক্ত বস্তুগুলিও এক নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত কাম্য হইয়া থাকে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করা সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন:

وَاَسْئَلُكَ مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بِهٖ بَيْنِيْ وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ "হে খোদা! আমি আপনার ভয় এতটুকু প্রার্থনা করি যাহা দ্বারা আমার ও গুনাহর মধ্যে অন্তরায় হয়।" ইহার চেয়ে অধিক ভয় তিনি প্রার্থনা করেন নাই। ইহাতে বুঝা গেল, ভয়ের অত্যধিক প্রাবল্যও উদ্দেশ্য নহে। কারণ এই যে, অত্যধিক ভয়ের প্রাবল্যে কোন কোন সময় নানাবিধ দৈহিক কষ্টের উৎপত্তি হয়। শরীর দুঃখ ও চিন্তায় বিগলিত হইতে আরম্ভ করে। আবার কোন কোন সময় সীমা ছাড়াইয়া যায়। যেমন, কোন চাকরের মনে প্রভুর ভয় অধিক প্রবল হইলে তাঁহার সম্মুখে যাইতেই তাহার হাত-পা ফুলিয়া যায়। অতঃপর একটা করিতে যাইয়া আর একটা করিয়া বসে, মুখ হইতেও অসংযতভাবে বাক্য নির্গত হয়। একটা বলিতে যাইয়া অন্য কিছু বলিয়া ফেলে। এতদ্ভিন্ন সেই ভয়ের প্রাবল্য বশতঃ কোন কোন সময় নৈরাশ্য পর্যন্ত আসিয়া পড়ে। কাজেই এরূপ সীমাহীন ভয় পূর্ণতাগুণের মধ্যে গণ্য নহে। এই কারণেই কামেল লোকদের হৃদয়ে তেমন প্রবল ভয় জন্মে না, যেমন আম্বিয়া কেরাম (আঃ) সকল অবস্থার উপরই জয়ী থাকিতেন, কখনও পরাভূত হইতেন না। অবশ্য কামেল লোকের উপরও সময়ে ভয়ের প্রাবল্য ঘটে। কিন্তু তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অল্পক্ষণের জন্য হইয়া থাকে। অতঃপর সত্বরই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে সামলাইয়া লন। আর বস্তুতঃ কামেল লোকদের সাহায্যেই অপূর্ণ লোকদের সামাল হইয়া থাকে। কাজেই আল্লাহ্ ভিন্ন

www.BANGLAKITAB.com

কামেল লোকদিগকে কে সামলাইবেন? সুতরাং তাহাদিগকে আল্লাহ্‌ তা'আলাই সামলাইয়া লন।

او بدلها هم نماید خویش را + او بدوزد خرقه درویش را

"তিনি কামেল লোকদের হৃদয়ে আত্ম-প্রকাশ করেন। তিনি দরবেশদের খেরকা সেলাই করেন।" অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজেকে তাঁহার আশেকদের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং নিজে তাহাদের অপূর্ণতাকে পূর্ণতায় পরিবর্তিত করিয়া থাকেন।

ফলকথা, ছাহাবায়ে কেরাম ভয়ের প্রাবল্য বশতঃ এরূপ সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, কল্পনার জন্যও শাস্তি হইবে। তাঁহারা উক্ত সন্দেহ হুযূরের খেদমতে নিবেদন করিলেন। হুযূর আদবের আতিশয্য বশতঃ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা নিজে করিলেন না। এদিকে অকাট্য ওহীর সাহায্যে উক্ত সন্দেহ দুরীভূত হওয়ার আশাও ছিল। শরীয়ত বিধানসমূহের বিভিন্ন ধাপ রহিয়াছে। কোন কোন ধাপের ব্যাখ্যা তো তিনি নিজেই করিয়া দিয়াছেন। আর কোন কোন ধাপের ব্যাখ্যার জন্য তিনি অকাট্য ওহীর প্রতীক্ষায় থাকিতেন এবং সেই ধাপগুলি কেবল তিনিই জানিতেন। ফলকথা, তিনি নিজে ব্যাখ্যা করিলেন না যে, مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ বাক্যের অর্থ মনের স্বেচ্ছাকৃত কল্পনা; বরং বলিলেন: قُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ, "তোমরা বল, আমরা শুনিলাম এবং মান্য করিলাম, তোমার ক্ষমার প্রত্যাশী রহিলাম। হে প্রভু! তোমারই নিকট আমাদের ফিরিয়া যাওয়ার স্থান।" আর আল্লাহ্‌ তা'আলার তরফ হইতে যে হুকুমই অবতীর্ণ হয় উহা গ্রহণ কর। ফলতঃ ছাহাবায়ে কেরাম তদ্রূপ করিলেন এবং ব্যাপকতার উপরই সম্মত হইয়া গেলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ)-এর প্রশংসায় আয়াত নাযিল হইল:

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ

"রাসূল (দঃ) এবং মুমেনগণ আল্লাহ্‌র নাযিল কৃত হুকুমের উপর পূর্ণ ঈমান রাখেন।" প্রত্যেক হুকুমের উপর অন্তরের সহিত সন্তুষ্ট হইয়া যায় এবং "শুনিলাম" ও "কবুল করিলাম" বলে। অতঃপর পূর্ববর্তী আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন:

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

অর্থাৎ, 'আল্লাহ্‌ তা'আলা শক্তির বাহিরে কাহাকেও হুকুম পালনের দায়িত্ব ভার চাপান না এবং অনিচ্ছাকৃত কল্পনার জন্য তাহাদের শাস্তিও হইবে না।' এই আয়াত দ্বারা পূর্বোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা হইয়া গেল যে, উক্ত আয়াতে مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ পদে

www.BANGLAKITAB.com

ইচ্ছা ও সংকল্পিত কার্যই উদ্দেশ্য — لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ "যেসব ভাল কাজ করিবে তাহা নফ্‌সের জন্য কল্যাণকর, যাহাকিছু মন্দকাজ করিবে তাহা নফ্‌সের জন্য ক্ষতিকর।" কথার লক্ষ্যস্থল সেই ইচ্ছায় সংকল্পিত কার্যই বটে; অনিচ্ছাকৃত কল্পনা নহে।

এখন একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, "হাদীস শরীফে দেখা যায়, দ্বিতীয় আয়াতটি প্রথম আয়াতটিকে রহিত করিয়া দিয়াছে। আর আপনার বর্ণনায় বুঝা যায়, দ্বিতীয় আয়াতটি প্রথম আয়াতের হুকুম পরিবর্তন করে নাই; বরং উহার তফ্‌সীর করিয়াছে: প্রাচীনকালের ওলামায়ে কেরামের পরিভাষায় 'নাস্‌খ' (রহিত) শব্দটির অর্থ ব্যাপক। তাঁহারা ব্যাখ্যারূপ বর্ণনাকেও 'নাস্‌খই (রহিত) বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক এই জবাবটি বড় মূল্যবান। যাঁহারা হাদীস শরীফে গভীরভাবে লক্ষ্য করিবেন, তাঁহারাই ইহার মূল্য বুঝিতে পারিবেন এবং অনুসন্ধান করিলে এই জবাবের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এখন সমস্ত সন্দেহেরই অবসান হইয়া গেল। আর যদি কেহ এরূপ সন্দেহ করেন যে, এমনও সম্ভব যে, وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ আয়াতটি لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا الخ আয়াতের পরে নাযিল হইয়াছে। তাহা হইলে তো পরে অবতীর্ণ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ আয়াতটি لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا الخ আয়াতের জন্য নাসেখ অর্থাৎ রহিতকারী হইয়া যাইবে। তবে আপনার বর্ণনার সত্যতা কোথায় থাকে? ইহার একটি জবাব এই যে, ইতিহাস দেখুন, তফ্‌সীর-কার আলেমগণ বলিয়াছেন, সম্পূর্ণ 'সূরা-কাফ' মক্কায় অবতীর্ণ, আর সম্পূর্ণ সূরা 'বাকারা' মদীনায় অবতীর্ণ। অতএব, মক্কাবতীর্ণ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ الخ আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ الخ আয়াতের পরে কেমন করিয়া হইবে? দ্বিতীয়তঃ সূরা-'কাফ এর' وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ الخ আয়াতটি কল্পনার জন্য শাস্তি হওয়ার কথা পরিষ্কাররূপে বুঝায় না; বরং উহাতে শুধু এতটুকু উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মনের কল্পনা সম্বন্ধে অবগত আছেন। পক্ষান্তরে সূরা-বাকারার لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ الخ আয়াতে কল্পনার জন্য শাস্তি না হওয়ার কথা পরিষ্কার ভাবে

www.BANGLAKITAB.com

উল্লেখ রহিয়াছে। অস্পষ্ট আয়াত কখনও স্পষ্ট আয়াতের জন্য 'নাসেখ্' হইতে পারে না। যাহা হউক, বর্ণনা অনেক দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে।

॥ স্বাদ উপভোগ এবং মোহিত থাকা ॥

আমি বলিতেছিলাম, নামাযের মধ্যে যদি আপনা-আপনি মনে কল্পনা আসিতে থাকে, তবে উহাতে কোনই ক্ষতি নাই। অবশ্য ইচ্ছা করিয়া কল্পনা করা খারাপ। অনিচ্ছায় আসে আসুক আপনাদের কোন পরোয়া নাই। এতটুকু উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পর যদি কেহ এরূপ অভিযোগ করে যে, "হায়! আমার মনে নামাযের মধ্যে বহু প্রকারের কল্পনা আসিয়া থাকে" তবে সে ইহাই প্রমাণ করে যে, সে উদ্দেশ্যের প্রার্থী নহে। অন্য কিছুর প্রার্থী এবং তাহা নফ্‌সের কামনা পরিপূরণ করা ছাড়া আর কিছুই নহে। কেননা, যদি মনে কোন কল্পনাই না আসে এবং মোহের মত অবস্থা হইয়া যায়, তবে নফ্‌স্ উহাতে খুব স্বাদ পায় এবং নফ্‌স টানা হেঁচ্‌ড়া হইতে মুক্ত থাকে। নফ্‌সের এই স্বাদ উপভোগের নিমিত্তই এই ব্যক্তি স্বাদ উপভোগ এবং মোহিত থাকা কামনা করিয়া থাকে। সে যেন দুনিয়াও চাহে না, মান-মর্যাদা প্রভৃতিরও প্রত্যাশী নহে, কিন্তু একটি উদ্দেশ্যবিহীন বিষয়ে প্রত্যাশী এবং এপর্যন্ত সে নফ্‌সের কাম্য স্বাদ-এর পশ্চাতেই লাগিয়া রহিয়াছে।

আমি ইহাই বর্ণনা করিতেছিলাম যে, যে সমস্ত তালেবে এলম্ পাঠ্য তালিকার কিতাবগুলি সমাপ্ত করিবার পর যেকের ফেকেরে মশ্‌গুল হইয়া যায় তাহাদের মধ্যে দুই প্রকারের লোক রহিয়াছে। কিছু সংখ্যক লোক খাঁটি নহে, তাহারা মান-মর্যাদা প্রভৃতির প্রত্যাশী আর অবশিষ্ট লোক খাঁটি; কিন্তু ইহাদের মধ্যেও অনেকে নফসের কাম্য স্বাদ উপভোগের পিছনে লাগিয়া রহিয়াছে। যদিও উহাকে দুনিয়াবী স্বাদ বলা যায় না; কিন্তু যেকের ফেকেরের উদ্দেশ্যও উহা নহে। আর যে সমস্ত তালেবে এল্‌ম্ খাঁটি নহে তাহাদের কথা আর কি জিজ্ঞাসা করিবেন। এই তো বলিলাম তাহাদের কথা যাহাদের প্রবৃত্তিই সুষ্ঠু নহে। কাজেই তাহাদের অন্য প্রবৃত্তির কারণেই তাহারা এল্‌ম চর্চা পরিত্যাগ পূর্বক যেকের-ফেকেরে মশ্‌গুল হইয়া পড়ে এবং অধিক জ্ঞানার্জন হইতে পাশ কাটাইয়া বসিয়া পড়ে। আর যাহাদের প্রবৃত্তি সৎ ও সুষ্ঠু তাহাদের শেষ সীমা এই যে, তাহারা পাঠ সমাপ্ত করিয়া শিক্ষা ও শিক্ষকতা কার্যে লিপ্ত হইয়া যায়, তাহারা ইহাকেই জরুরী মনে করিতে থাকে। তাহাদের অতিরিক্ত জ্ঞানার্জনের সীমা এখানেই সীমাবদ্ধ থাকে যে, তাহারা সদাসর্বদা পাঠ্য কিতাব পড়িয়া ও পড়াইয়াই জীবন কাটাইয়া দেয়। আবার তাহাদের মধ্যেও অনেকের উদ্দেশ্য শুধু বেতন লাভ করা। আর কিছু সংখ্যক লোকের উদ্দেশ্য এই হয় যে, আমরা এল্‌ম্ শিক্ষা দেওয়ার সওয়াব পাইব এবং সঙ্গে সঙ্গে বেতনও পাইব, কেননা, সকল

www.BANGLAKITAB.com

বেতনকে উজ্‌রৎ অর্থাৎ, পারিশ্রমিক বলা যায় না ; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বেতন গ্রহণ করার অধিকারও আছে। যেমন, বিবীর খোরাক-পোশাক এবং কাযীর খোরাক-পোশাক ইত্যাদি।

॥ পারিশ্রমিক এবং খোরাক-পোশাকের পার্থক্য ॥

হাঁ, পারিশ্রমিক ও খোরাক-পোশাকের মধ্যে একটি পার্থক্য রহিয়াছে। তাহা এই যে, বেতন নির্দিষ্ট হইয়া থাকে আর খোরাক-পোশাকের মধ্যে কোন নির্দিষ্টতা নাই ; বরং উহাতে প্রয়োজনানুযায়ী অধিকার হয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কিছুর অধিকার হয় না। কিন্তু কোন কোন সময় বিবীর খোরাক-পোশাকের পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া فرض جائز জায়েয হয় যেন কোন ঝগড়া-কলহের সম্ভাবনা না থাকে এবং উভয় পক্ষের সুযোগ সুবিধা সংরক্ষিত থাকে। এই নির্দিষ্ট করণের দ্বারা তাহা খোরাক-পোশাকের গণ্ডি ছাড়াইয়া যায় না। কাযী কর্তৃক বিবীর খোরাক-পোশাক নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার পরেও উহার নাম খোরাক-পোশাকই থাকে। এইরূপ মুদাররেসগণের বেতন যদি নির্ধারিত হয়, তবে শুধু তা'লীম প্রদান করাতেই উহা তা'লীমের পারিশ্রমিক বলিয়া গণ্য হইবে না ; বরং উহা গ্রহণের অধিকার থাকিবে এবং খোরাক-পোশাকেরই অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। কিন্তু এখন দেখিতে হইবে যে, কাহার বেতন পারিশ্রমিক বলিয়া গণ্য হইবে আর কাহার বেতন পারিশ্রমিকের মধ্যে গণ্য হইবে না, খোরাক-পোশাকের অন্তর্ভুক্ত হইবে। কেননা, শুধু শব্দ শুনিয়া দাবী করা এবং নিজের বেতনকে খোরাক-পোশাকের মধ্যে গণ্য করিয়া লওয়া সহজ, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহার প্রয়োগক্ষেত্র হওয়া সহজ নহে। কবি বলেন :

وجائز دعوى المحبة فى الهوى + ولكن لا يخفى كلام المنافق -

"মুখে তো মহব্বতের দাবী করা সহজ, কিন্তু সত্যিকারের আশেক হওয়া কঠিন। মুনাফেকের কথা কখনও অপ্রকাশ থাকে না।"

وقوم يدعون وصال ليلى + وليلى لا تقر لهم بذاك

অনেকে লায়লীর সহিত মিলন হইয়াছে বলিয়া দাবী করে, কিন্তু লায়লী তাহা স্বীকার করে না। এইরূপে অনেকে দাবী করে "আমি আল্লাহ্‌র মিলন এবং নৈকট্য লাভ করিয়াছি" কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসাও করেন না (যে, এই ব্যক্তি কোন ক্ষেত্রের ভাতুয়া) অনেকে নিজেকে আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া মনে করে, অথচ তাহারা ধোকায় পতিত রহিয়াছে। তাহারা শুধু স্মরণ রাখার ক্ষমতাকেই সম্বন্ধ মনে করিয়া থাকে এবং ভাবে আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ হইতে

www.BANGLAKITAB.com

মন কখনও যেন গাফেল না হয়, কিন্তু এই গাফেল না হওয়াকে "সম্বন্ধ" মনে করা ভুল। বিস্মৃত না হওয়া তো অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। একজন ফাসেক লোকও যদি দুই বৎসর ধরিয়া খোদাকে স্মরণ রাখার অভ্যাস করিয়া লয়, তবে খোদাকে স্মরণ রাখার কাজে সে সফলতা লাভ করিতে পারে। তবে কি সেই ফাসেকও আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্কযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে? কখনই নহে। কেননা, ফেস্‌কের সহিত আল্লাহ্ তা'আলার খাছ সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে না। মনে রাখিবেন, স্মরণ রাখা আর সম্পর্ক স্থাপন এক কথা নহে; বরং স্মরণ রাখা সম্পর্ক স্থাপনের সহায়ক হইতে পারে। অর্থাৎ, এবাদৎ এবং হুকুম পালনের সহিত যদি স্মরণ রাখাও একত্রিত হয়, তবে অতি সত্বর খাছ সম্পর্ক অন্তরে স্থাপিত হইয়া যায়।

॥ নেস্‌বত বা সম্বন্ধের স্বরূপ ॥

এখন সম্বন্ধের স্বরূপ বুঝিয়া লউন। ইহার স্বরূপ উহাই যাহা আপনারা পাঠ্য কিতাবে পড়িয়াছেন। অর্থাৎ দুই পক্ষের মধ্যবর্তী আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক-সম্বন্ধ একটি যোগ সম্পর্ক ও সংযোগের নাম যাহা দুইটি পক্ষের মধ্যে স্থাপিত হইয়া থাকে। খোদার সহিত সম্বন্ধের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌র সহিত বান্দার এবং বান্দার সহিত আল্লাহ্‌র সম্পর্ক সংযোগ সাধিত হওয়া। এখন বুঝিয়া লউন, যেই ছুফী ছাহেব আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিতেছে বলিয়া আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে মনে করে, তাহার অবস্থা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সহিত তো তাহার স্মরণ রাখার সম্পর্ক আছে, কিন্তু তাহার সহিত আল্লাহ্ তা'আলার কোনই সম্পর্ক নাই।

ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ মনে করুন, যেমন, কোন একজন লোক জনৈক তালেবে-এল্‌মকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আজকাল কি কাজে আছেন?" সে বলিল, "রাজ কন্যাকে বিবাহ করার ফেকেরে আছি।" লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, "উহার কিছু ব্যবস্থাও হইয়াছে কি?" সে বলিল, "হাঁ অর্ধেক ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে আর অর্ধেক বাকী আছে।" সে জিজ্ঞাসা করিল, "তাহা কেমন?" বলিল, বিবাহ দুই পক্ষের সম্মতিতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। আমি তো সম্মত আছি; কিন্তু সে এখনও সম্মত হয় নাই। এই কারণেই বলিয়াছি, "অর্ধেক ব্যবস্থা হইয়াছে আর অর্ধেক বাকী আছে।" এই গল্পটি শুনিয়া সকলেই হাসে এবং সেই তালেবে এল্‌মটিকে বোকা সাজায় এবং বলে নিতান্ত অবান্তর লোক। ইহাও কি কোন ব্যবস্থা হইল যে, আমি সম্মত আছি, কিন্তু সে রাজী নাই। অথচ মারেফত তত্ত্ববিদগণ সেই অবস্থার উপর আরও অধিক হাস্য করিয়া থাকেন। কেননা, তালেবে এলমটি নিজের সম্মতিকে অর্ধেক বলিয়াছে আর এই সমস্ত ছুফীরা খোদাকে নিজেদের স্মরণ রাখাকে তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের পুরাপুরি ব্যবস্থা মনে করিয়া থাকে এবং ইহাকেই যথেষ্ট মনে করিয়া মনে মনে খুব

www.BANGLAKITAB.com

গর্বিত আছে যে, খোদার সহিত আমাদের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। ইহাদের দৃষ্টান্ত এরূপ মনে করিতে পারেন : যেমন, কোন ব্যক্তি কেবল মাত্র নিজের সম্মতিতে মনে করিতে লাগিল যে, আমার পুরাপুরি বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং সস্ত্রীক হইয়াছি।

স্মরণ রাখিবেন, বান্দার সহিত খোদার সম্বন্ধ, যাহার প্রকৃত স্বরূপ খোদার সন্তোষ, তাহা শুধু যেকের অভ্যাস করার দ্বারা সাধিত হয় না, বরং যেকেরের সহিত এবাদতের সমাবেশ হইলে সেই খাছ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। আর যদি ইহাই মানিয়া লওয়া হয় যে, যেকেরের দ্বারা বান্দার সহিত আল্লাহ্ তা'আলার সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া যায়, তথাপি এতটুকু মানিয়া লওয়া যায় না যে, কেবল মুখে 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' উচ্চারণ করা কিংবা যেকের ও মুরাকাবার দ্বারাই যেকেরের কাজ সম্পন্ন হয়; বরং যেকেরের অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার এবাদৎ ও আনুগত্য অবলম্বন করা যাহার মধ্যে এই মুখের যেকেরও অন্তর্ভুক্ত আছে। কেননা, মুখের যেকেরও فَاذْكُرُونِي "আমার যেকের কর" নির্দেশের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকার যেকেরের এক প্রকার। এই কারণেই 'হেছনে-হাছীন' কিতাবে লিখিত আছে, كُلُّ مُطِيعٍ لِلّٰهِ فَهُوَ ذَاكِرٌ "আল্লাহ্‌র প্রত্যেক প্রকারের অনুগত লোকই যাকের বলিয়া গণ্য।" ইহাতে বুঝা যায়, শুধু আলহামদুলিল্লাহ্, সোব্‌হানাল্লাহ্ এবং লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্ কলেমাগুলির মধ্যে যেকের সীমাবদ্ধ নহে; বরং যে মানুষ যে কাজে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আনুগত্য সম্পন্ন করিতেছে, সে-ই তৎকালে "যাকের" বলিয়া গণ্য। এই জন্যই তফ্‌সীরকারগণ فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ আয়াতের তফ্‌সীরে বলিয়াছেন :

فَاذْكُرُونِي بِالطَّاعَةِ اَذْكُرْكُمْ بِالْاَجْرِ وَالرَّحْمَةِ

"তোমরা আনুগত্য দ্বারা আমার যেকের কর, আমি বিনিময় এবং রহমত দ্বারা তোমাদের যেকের করিব।" আপনারা এতটুকু কথা যখন বুঝিতে পারিয়াছেন, এখন আমি বলিতেছি, যে ব্যক্তি শুধু স্মরণ রাখার স্থায়ী ক্ষমতা লাভ করিয়া বিধান ও নির্দেশাবলী পালনে শৈথিল্য করিতেছে সে যেকের ফেকেরও সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। কেননা, আনুগত্যের নাম যেকের। অথচ এই ব্যক্তি অনুগত নহে। আর যদি আজ-কালের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ইহাকেই যেকের বলা হয়, তবে আমি বলিব, শুধু যেকের পূর্ণ করিলে বান্দার সহিত আল্লাহ্ তা'আলার সম্পর্ক স্থাপিত হয় না; বরং সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য এবাদৎ এবং আনুগত্যের প্রয়োজন রহিয়াছে, এখানে তাহা নাই। সুতরাং তাহার সহিত আল্লাহ্ তা'আলার সম্পর্ক নাই। যখন আল্লাহ্ তা'আলারই কোন সম্পর্ক নাই, তখন নেস্‌বত বা সম্বন্ধও

www.BANGLAKITAB.com

স্থাপিত হয় নাই। কেননা, উভয় পক্ষ হইতে সংযোগ স্থাপিত হওয়ার নাম নেস্‌বত্‌।

অতএব, নিজেকে মুখে "মিলনপ্রাপ্ত ব্যক্তি" বলিয়া দাবী করা তো সহজ, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মিলনপ্রাপ্ত ব্যক্তি হওয়া বড়ই কঠিন এবং দুর্লভ। এইরূপে মুখে বলিয়া দেওয়া সহজ যে, আমি বেতন গ্রহণ করি না; বরং খোরাক-পোশাক বাবত ভাতা গ্রহণ করিয়া থাকি; কিন্তু প্রকৃত ভাতা বা খোরাক-পোশাকের ক্ষেত্র হওয়া সহজ নহে। এই দাবীর উপযুক্ত হওয়ার জন্য কোন তত্ত্বজ্ঞানীকে নিজের শিরা দেখাও। যদি তিনি বলেন যে, বাস্তবিকই তোমার বেতন খোরাক-পোশাকের ভাতা, তবে তো তোমার অবস্থা পবিত্র। এইরূপে যাহারা শুধু খোদাকে স্মরণ রাখার স্থায়ী ক্ষমতা লাভ করিয়া নিজেকে খোদার মিলন লাভে সফলকাম মনে করিতেছে তাহাদের উচিত কোন তত্ত্বজ্ঞানীকে নিজেদের শিরা দেখান এবং নিজের সম্পূর্ণ অবস্থা ব্যক্ত করা। যদি তিনি বলেন যে, হাঁ তুমি সফলকাম হইয়াছ, তবে ইহাকে নেয়ামত মনে করিয়া শোকরগোযারী করিতে থাক। অন্যথায় নিজের জ্ঞানের উপর নির্ভর করিও না এবং দুই চারি জন মূর্খ লোক তোমাকে বুযুর্গ মনে করিতেছে এবং বুযুর্গ বলিতেছে দেখিয়া ধোকায় পড়িও না। কবি "সায়েব" কেমন সুন্দর বলিয়াছেন:

بنمائے بصاحب نظرے گوہر خود را + عیسیٰ نتواں گشت بصدیق خر چند

"কোন একজন অভিজ্ঞ লোককে নিজের রত্ন দেখাও, বাস্তবিকই ইহা রত্ন? না কাঁচের টুকরা। কেননা, কয়েকটি গাধার সমর্থনে তুমি "ঈসা" হইতে পারিবে না।"

॥ পারিশ্রমিক ও খোরাকী-ভাতার প্রভেদ ॥

তা'লীমের বেতন সম্বন্ধে আমার মনে একটি মাপকাঠি আছে। তাহাই আমি প্রকাশ করিতেছি, ইহা ছাড়া কাহারও মনে অন্য কোন মাপকাঠি থাকে তো ভাল কথা, তিনি সেই মাপকাঠির সাহায্যে ভাতা ও পারিশ্রমিকের প্রভেদ নির্ণয় করিয়া নিন। ব্যাপার খোদার সঙ্গে,ইহাতে বাক্‌-বিতণ্ডা নিরর্থক। আমার মতে পারিশ্রমিকের প্রভেদ নির্ণয় করিবার মাপকাঠি এই যে,যে মুদাররেস্‌ বেতন গ্রহণকরিয়া পড়াইতেছেন তিনি চিন্তা করিয়া দেখুন, কোন স্থান হইতে যদি অধিক বেতনে তাঁহার তলব হয়, যেমন এখানে তিনি পঁচিশ টাকা পাইতেছেন, অপর এক স্থান হইতে তাঁহাকে পঞ্চাশ টাকা বেতনে ডাকা হইতেছে অথচ বর্তমানের পঁচিশ টাকায়ই তাঁহার কাজ চলিতেছে। কিন্তু কাজ চলার অর্থ ইহা নহে যে, দৈনিক দশ ছটাক ঘি খাইতে পারেন এবং দুই টাকা গজের মসৃণ কাপড় পড়িতে পান; বরং কাজ চলার অর্থ এই যে, পঁচিশ টাকায় দিনাতিপাত করিতে খুব জাঁকজমক না হইলেও কোন প্রকার কষ্ট

www.BANGLAKITAB.com

হয় না। এতদ্ভিন্ন অন্যত্র যেখানে তিনি পঞ্চাশ টাকার লোভে যাইতেছেন তথায় ধর্মীয় ফায়দাও এখান হইতে বেশী নহে, তখন দেখা যাউক এই দ্বিগুণ বেতনের লোভে এখানকার খাঁটি ধর্মীয় খেদমত ত্যাগ করিয়া তিনি সেখানে যান কি না। যদি না যান, তবে বুঝিতে হইবে অবশ্যই তিনি যে বেতন গ্রহণ করেন তাহা খোর-পোশের ভাতা, পারিশ্রমিক নহে। আর যদি তিনি অধিক বেতন পাইয়া ধর্মীয় খেদমতের তারতম্য না করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান, তবে তাঁহার গৃহীত বেতন পারিশ্রমিক বলিয়া গণ্য হইবে এবং তিনি ভাড়ার টাট্টু ঘোড়ায় পরিণত হইবেন। অবশ্য তাহাতে তিনি গুনাহ্‌গার হইবেন না। কেননা, শেষ যুগের ওলামায়ে কেরাম তা'লীমের বিনিময়ে বেতন গ্রহণ করা জায়েয হওয়ার ফত্‌ওয়া দিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই তা'লীমের ও শিক্ষা প্রদানের জন্য কোন সওয়াবও পাইবেন না। কেননা, তাঁহার উদ্দেশ্য শুধু বেতন পাওয়া। এমতাবস্থায় তাঁহার এই তা'লীম এবাদৎ বলিয়া গণ্য হইবে না। একান্তপক্ষে ইহাকে একটি জায়েয কাজ বলা যাইতে পারে যাহার উপর শেষ যুগের আলেমগণ বিনিময় গ্রহণ জায়েয হওয়ার ফত্‌ওয়া দিয়াছেন। যদিও দ্বীনী এল্‌ম তা'লীম দেওয়া মূলতঃ উচ্চস্তরের এবাদতই ছিল কিন্তু দ্বীনী এল্‌ম তা'লীম দেওয়া যেহেতু তাঁহার নিয়ত ছিল না; বরং বেতন পাওয়াই উদ্দেশ্য ছিল, কাজেই لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوٰى "মানুষ যাহা নিয়ত করে তাহাই পায়" হাদীস অনুযায়ী ইনি সওয়াবের উপযোগী হইবেন না।

অবশ্য কোন স্থানে যদি তাঁহার বেতন এত কম হয় যে, উহাতে খুব টানাটানি এবং কষ্টের সহিত দিনাতিপাত হইতেছে অথবা দিন নির্বাহ কোনরূপে হইয়া যায় বটে, কিন্তু সেখানে অন্য কোন প্রকারের কষ্ট আছে। যেমন পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা পারস্পরিক হিংসা ও শত্রুতা প্রভৃতি কিংবা এই শ্রেণীর অন্য কোন প্রকার কষ্ট হয়, এমতাবস্থায় অন্যত্র চলিয়া যাওয়া নিন্দনীয় নহে। কেননা, এই ব্যক্তি স্থানান্তরে গমনের উদ্দেশ্য অধিক বেতন পাওয়া নহে; বরং কষ্টের ও অসুবিধার হাত হইতে মুক্তি পাওয়া। অথবা এই স্থানে বেতনও কম এবং এখানে তাঁহার দ্বারা ধর্মের খেদমতও কম হয়। অন্যত্র গেলে বেতনও অধিক পাওয়া যাইবে এবং ধর্মের খেদমতও তথায় তাঁহার দ্বারা অধিক হইবার আশা আছে, এরূপ অবস্থায় অন্যত্র চলিয়া যাওয়া ক্ষতিকর নহে। যদি সত্যই তাঁহার উদ্দেশ্য এই হয় যে, সেখানে গেলে আমি ধর্মের কাজ অধিক করিবার সুযোগ পাইব।

খোদার সংগের ব্যাপার। তাহাতে নিজের নিয়ত বিবেচনা করিয়া স্বয়ং ফয়সালা করা উচিত। যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক লোকের সম্মুখে আপনি যদি প্রমাণ করিয়া দেন যে, আপনার গৃহীত বেতন খোরপোশের ভাতা, পারিশ্রমিক নহে, তবে মনে রাখিবেন, খোদার সম্মুখে এই সব যুক্তি কার্যকরী হইবে না।

www.BANGLAKITAB.com

॥ এল্‌মের হাকীকত ॥

আমি বলিতেছিলাম, যাহাদের প্রতিভা ভাল এবং তাহারা পাঠ্য তালিকার কিতাব সমাপ্ত করিয়া শিক্ষকতার কাজে লাগিয়া থাকে তাহাদের মধ্যেও সকলের উদ্দেশ্য এল্‌ম্ বৃদ্ধি করা নহে ; বরং কতক লোকের উদ্দেশ্য শুধু বেতন লাভ করাই হইয়া থাকে। আর কতক লোকের উদ্দেশ্য ছাত্রদের মধ্যে সুনাম অর্জন করা। অর্থাৎ, ছাত্রদের মধ্যে এই সুনাম ছড়াইয়া পড়ুক যে, ইনি একজন ভাল শিক্ষক এবং গভীর জ্ঞানী আলেম ও উপযুক্ত শিক্ষক বলিয়া খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ুক। অবশ্য কোন কোন আল্লাহ্‌র বান্দা এমনও আছেন যে, এল্‌মের উন্নতি এবং অধিক জ্ঞান লাভ করাও তাঁহাদের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ লোক পাওয়া যাইবে দশ শ্রেণী হইতে একজন, যাহা দুর্লভ এবং বিরল, উহা না থাকারই শামিল। অতএব, আমার আলোচ্য বিষয় তবুও গুরুত্বপূর্ণ এবং অনুধাবনযোগ্যই রহিল। আমি উহাতে অভিযোগ করিতেছিলাম যে, আমরা অধিক এল্‌ম্ হাছিল করাকে উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করি না। এই কারণে উহার অন্বেষণও কমই করিয়া থাকি। আবার এই অল্প সংখ্যক লোক যাঁহারা অধিক এলম অন্বেষণ করিয়া থাকেন তাঁহারাও বাহ্যিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অধিক এল্‌মের অন্বেষণকারী। অর্থাৎ, বাহ্যিক এল্‌ম অধিক অন্বেষণ করেন। প্রকৃত এলম ইহারাও অধিক অন্বেষণ করেন না। কেননা আজকালকার সাধারণ ভাবধারা প্রকৃত এল্‌ম হইতে শূন্য, তবে উহার অন্বেষণকারী কেমন করিয়া হইবে ?

এখন আমি প্রথমে প্রকৃত এল্‌ম নির্ধারণ করিয়া দিতেছি। অতঃপর আলোচ্য আয়াতটিকে উহার সহিত এইরূপে খাপ খাওয়াইয়া দিব যে,এই আয়াত হইতে প্রকৃত এলম্ অধিক হাছিল করা উদ্দেশ্য হওয়া কিরূপে বুঝা যায়। কিন্তু তৎপূর্বে আমি মোটামুটি ভাবে প্রমাণ করিব যে, অধিক এল্‌ম্ হাছিল করা উদ্দেশ্য কেন ? আল্লাহ্ তা'আলা সূরা-'তোয়া-হা'য়ে বলিয়াছেন : وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)কে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে যে, আপনি আপনার জ্ঞান বা এলম্ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ার জন্য আমার কাজে প্রার্থনা করুন। হুযুর (দঃ)-কে যখন এলম্ বৃদ্ধির দোআ করিতে নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে, তখন ইহাতে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এলম্ বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য হুযুর (দঃ)-এর এলম্ সকল মানুষের চেয়ে অধিক ছিল, এতদ্‌সত্ত্বেও যখন তাঁহাকে এল্‌ম্ বৃদ্ধির প্রার্থনা করিতে আদেশ করা হইয়াছে, তখন আমাদের মত লোকের এল্‌ম্ বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য এবং কাম্য কেন হইবে না ? অথচ হুযুরের এল্‌মের সহিত আমাদের এল্‌মের তুলনাই হইতে পারে না।

এখন আমি ঐ আয়াতগুলি দ্বারাও আমার এই বক্তব্য বিষয়টি প্রমাণ করিতে চাই যাহা আমি প্রথমে পাঠ করিয়াছি। কিন্তু ইতিপূর্বে ইহার ভূমিকাস্বরূপ একটি

www.BANGLAKITAB.com

কথা বুঝিয়া লওয়া দরকার। হেদায়ত ও এল্‌মের মধ্যে পরস্পর কি সম্বন্ধ? যাহা এল্‌মের হাকীকত তাহা কি হেদায়তের হাকীকত? না হেদায়ত এবং এল্‌ম্ ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। হেদায়ত শব্দের অর্থ তালেবে-এল্‌মগণ খুব ভাল করিয়া জানে। ইহার অর্থ পথ প্রদর্শন করা। আবার কেহ কেহ বলেন, ইহা দুইটি অর্থ বুঝিবার জন্য লোগাতে সৃষ্ট হইয়াছে, একটি অর্থ উপরে বলা হইয়াছে। অপর অর্থ "উদ্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়া।" কিন্তু বহু তত্ত্বজ্ঞানীর মতে 'হেদায়ত' শব্দটি উক্ত দুই অর্থের উদ্দেশ্যমূলকভাবে লোগাতে সৃষ্ট হয় নাই; বরং মূলে তাহা শুধু পথ প্রদর্শন অর্থেই সৃষ্ট হইয়াছে, আর "উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া" উক্ত আভিধানিক অর্থ "পথ প্রদর্শনের"ই একটি শাখা অর্থাৎ অন্য কথায় হেদায়ত শব্দের অর্থ পথ প্রদর্শন করাই বটে, কিন্তু পথ প্রদর্শন দুই প্রকারে হইতে পারে, দূর হইতে পথ দেখাইয়া দেওয়া আর হাতে ধরিয়া নিকটে লইয়া গিয়া দেখাইয়া দেওয়া। এই দ্বিতীয় প্রকারের প্রদর্শনকেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া বলা হয়। অতঃপর বুঝিয়া লউন 'প্রদর্শন' শব্দটি সকর্মক ক্রিয়া ইহার অকর্মকরূপ হইতেছে দর্শন করা। তালেবে এল্‌মগণ অবগত আছেন যে, দর্শন দুই প্রকার। চোখের দর্শন আর অন্তরের দর্শন। যদি 'পথ প্রদর্শন' বা হেদায়ত অনুভবনীয়রূপে বাহ্যিক করা হয়, তবে প্রদর্শন অর্থ চক্ষু দ্বারা দেখাইয়া দেওয়া। আর যদি হেদায়ত আভ্যন্তরীণ হয়, তবে সেখানে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে দেখাইয়া দেওয়া। আর অন্তরের দর্শনের নামই এল্‌ম্। সুতরাং হেদায়তের সারমর্ম এল্‌মের কাছাকাছি বটে। কেননা, আভ্যন্তরীণ হেদায়ত এবং এল্‌মের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্ তা'আলার হেদায়ত (পথ প্রদর্শন) এবং এইরূপে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ও কোরআনের হেদায়ত বাহ্যিক ও অনুভবনীয় নহে; বরং তাহা আভ্যন্তরীণ। সুতরাং এই 'হেদায়ত' নিশ্চিতরূপেই এল্‌মের অনুরূপ এবং কাছাকাছি। অতএব, কোরআনের কোন আয়াত দ্বারা যদি হেদায়ত বৃদ্ধি উদ্দেশ্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে উক্ত আয়াত দ্বারা এল্‌মের বৃদ্ধি উদ্দেশ্য বলিয়াও প্রমাণিত হইবে।

এখন বুঝিতে চেষ্টা করুন, এসমস্ত আয়াতে হেদায়ত বৃদ্ধি কাম্য হওয়ার কথাই উল্লেখ হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনের গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন: هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ "কোরআন পরহেযগার লোকদের জন্য হেদায়ত।" একথার উপর একটি প্রসিদ্ধ প্রশ্ন এই রহিয়াছে যে, পরহেযগার লোকেরা তো নিজেরাই হেদায়ত প্রাপ্ত। কোরআন তাহাদের জন্য হেদায়ত হওয়ার অর্থ কি?

এই প্রশ্নের দুইটি উত্তর হইতে পারে। একটি উত্তর এই যে, এখানে মুত্তাকীন বলিতে বর্তমানের মুত্তকীন উদ্দেশ্য নহে; বরং যাঁহারা ভবিষ্যতে মুত্তাকীন হইবেন তাঁহারাই উদ্দেশ্য। ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে এখন হইতে মুত্তাকীন নাম দেওয়া

www.BANGLAKITAB.com

হইয়াছে। কিন্তু মুত্তাকীনের মুখ্য অর্থ "বর্তমানের পরহেযগার" গ্রহণ করা সম্ভব হইলে উহাকে বাদ দিয়া "ভবিষ্যতের পরহেযগার" অর্থ গ্রহণ করা নীতি বিরুদ্ধ। সুতরাং অগ্রগণ্য ব্যাখ্যা এই যে, মুত্তাকীন তাহার মূল অর্থেই থাকিবে এবং হেদায়তের বিভিন্ন স্তর নির্ধারণ করা হইবে। কেননা হেদায়তের বহু স্তর রহিয়াছে। এই স্তরগুলির মধ্যে কোন কোন স্তরের হেদায়ত বর্তমান পরহেযগারদের মধ্যেও নাই কোরআন তাহাদিগকে সেসমস্ত স্তরে পৌঁছাইয়া থাকে। এই বর্ণনা হইতে ইহা তো প্রমাণ হইল যে, হেদায়তের বহু স্তর আছে।

এখন রহিল—হেদায়তের আধিক্য কাম্য হওয়ার প্রমাণ। আল্লাহ্ তা'আলা 'সূরা-ফাতেহা'য় اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ। "আমাদিগকে সরল পথ দেখাও।" আয়াতে মুসলমানকে হেদায়ত প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়াছেন। সূরা-ফাতেহার সহিত সূরা-বাকারার সামঞ্জস্য এবং সংযোগও রহিয়াছে। সূরায়ে ফাতেহাতে হেদায়তের প্রার্থনা রহিয়াছে আর সূরা বাকারাতে هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ আয়াতে সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করা হইয়াছে। আল্লাহ্ বলেন: নাও, একটি হেদায়তের কিতাব ইহা অনুযায়ী চল। আর اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ। আয়াতের উপর অনুরূপ প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, তাঁহারা তো পূর্ব হইতেই হেদায়ত প্রাপ্ত রহিয়াছেন যাঁহাদিগকে হেদায়ত প্রার্থনা করার তা'লীম দিতেছেন। এখানেও এই উত্তরই দেওয়া হইবে যে, হেদায়ত বৃদ্ধির প্রার্থনা করার তা'লীম দেওয়া হইয়াছে। এখন আর هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ আয়াতেও কোন প্রশ্নের অবকাশ রহিল না। কেননা, অন্যান্য কিতাবসমূহ অশিক্ষিত লোককে শিক্ষা দিয়া থাকে—আর এই কিতাব(কোরআন) শিক্ষিত লোকদিগকে শিক্ষা প্রদান করে। অর্থাৎ, ইহা হেদায়ত প্রাপ্ত লোকদের জন্য হেদায়তকারী। আর একথা পূর্বে আপনারা জানিতে পারিয়াছেন যে, হেদায়ত এবং এল্‌ম প্রায় একই বস্তু। সুতরাং এই আয়াত হইতে যখন হেদায়তের বৃদ্ধি কাম্য হওয়া প্রমাণিত হইল, তখন ইহা দ্বারা এল্‌মের বৃদ্ধি কাম্য হওয়াও প্রমাণিত হইল।

এই বিষয়টি আমি অন্য আয়াত দ্বারা প্রমাণ করিতে পারিতাম। কিন্তু এল্‌ম বৃদ্ধি করার উপকরণসমূহ বর্ণনা করাও আমার উদ্দেশ্য যাহা হইতে তালেবে এল্‌মগণ সম্পূর্ণ অমনোযোগী, অন্যথায় তাহারা সে সমস্ত উপকরণ অবশ্যই অবলম্বন করিত। এতদ্ভিন্ন আমি এলম এবং এলম বৃদ্ধির হাকীকতও বর্ণনা করিতে চাই এবং এইবিষয়গুলি সমবেতভাবে অদ্যকার আলোচ্য আয়াতসমূহে উল্লেখ রহিয়াছে। এই জন্যই প্রথমে আমি এই আয়াতগুলি তেলাওয়াত করিয়াছি। যেহেতু আমি আলেমদিগকে লক্ষ্য করিয়া কথা বলিতেছি সুতরাং অধিক বিস্তারিতভাবে বলার প্রয়োজন মনে করি না সংক্ষেপে বলিলেও তাঁহাদের জন্য যথেষ্ট হইবে। অতএব, এখন আমি সংক্ষিপ্তরূপে

www.BANGLAKITAB.com

এল্‌ম ও এল্‌ম বৃদ্ধির হাকীকত এবং ঐগুলির উপকরণ বর্ণনা করিতেছি। আর এই উদ্দেশ্যে আয়াতগুলিকে প্রথম হইতে তরজমা করিতেছি। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ الم। ইহার অর্থ আল্লাহ্‌ তা'আলাই অবগত আছেন, আর কেহ জানে না। হয়ত হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলা হইয়া থাকিতে পারে। এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন হরফগুলির অর্থ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। হয়ত আপনারা বলিতে পারেন, তাহাতে তো এল্‌ম বৃদ্ধি ব্যাহত হইবে, যাহার জন্য আপনি উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। অতএব, প্রথমে ইহাদের অর্থ বলিয়া দিন। অতঃপর এল্‌ম বৃদ্ধির উৎসাহ প্রদান করুন। বিশেষতঃ এলম বৃদ্ধির উপকরণও আপনার জানা আছে। তাহা বলিয়া দেওয়ার ওয়াদাও আপনি এইমাত্র করিয়াছেন। আর যদি উপকরণসমূহ অবগত থাকা সত্ত্বেও আপনি এই অক্ষরগুলির অর্থ না জানেন, তবে ইমাম এবং মুক্‌তাদী উভয়ই তো সমান। কেননা, উভয়ে এল্‌ম বৃদ্ধির ব্যাপারে ত্রুটি করিতেছে।

এই সন্দেহের জবাব দিতে গেলে যেহেতু নিজের জন্য এলম বৃদ্ধির প্রমাণ দেওয়া হয়, কাজেই উত্তর হইতে বিরত হওয়াই ভাল ছিল কিন্তু জবাব না দিলে কেহ মনে করিতে পারেন—আমি ইহার অর্থ জানি। কিন্তু কোন কারণে বর্ণনা করিতেছি না। কাজেই আমি এখন জবাব দিতে বাধ্য এবং পরিষ্কার বলিতেছি যে, আমিও উহার অর্থ জানি না। এই অক্ষরগুলির অর্থ না জানার ব্যাপারে আপনারা এবং আমি সমান। কিন্তু একটি কথা এই থাকিয়া যায় যে, "জানেন না, অনুসন্ধান করিয়া অবগত হউন। অনুসন্ধান না করা তো এল্‌ম বৃদ্ধির পরিপন্থী। ইহার উত্তর এই যে, এলম বৃদ্ধি সম্বন্ধে একটি বিবরণ আছে। নিম্নের এই আয়াতটিতে উহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইহা ভাল করিয়া স্মরণ রাখিবেন। একটু পরে যাইয়া উক্ত বিবরণটি ইন্‌শাআল্লাহ্‌ জানিতে পারিবেন। আয়াতটি এইঃ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ। ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। এই বাক্যটিতে কোরআনের প্রশংসা করা হইয়াছে যে, এই কিতাবটি পূর্ণতা গুণ সম্পন্ন। ইহাতে মনে সন্দেহ উৎপন্ন হইবার কোন কথা নাই। (তবে বলিতে পারেন—কাফেরেরা তো ইহাতে নানাবিধ সন্দেহ উত্থাপন করিয়া থাকে। ইহার প্রসিদ্ধ একটি উত্তর তো এই যে, কোরআনের কোন কথাই মূলতঃ সন্দেহের কারণ নহে। উত্থাপনকারীদের মনে যে সমস্ত প্রশ্ন উত্থিত হয়—তাহার উৎপত্তিস্থল কোরআনের বিষয়বস্তুগুলি নহে; বরং তাহাদের বোধশক্তির খর্বতাই ইহার কারণ। কোন অন্ধ ব্যক্তি যদি দিনের বেলায় সূর্যের উদয় সম্বন্ধে সন্দেহ করে, তবে তাহাতে সূর্যের উদয় সন্দিগ্ধ হইয়া পড়ে না। আর একটি জবাবের প্রতি هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ আয়াতে ইঙ্গিত রহিয়াছে। উক্ত জবাবের সারমর্ম এই যে, কোরআনের প্রতি কাহারও মনে

www.BANGLAKITAB.com

সন্দেহের উৎপত্তি হইলে তাহা ততক্ষণই থাকিতে পারে যতক্ষণ না সে কোরআনের তা'লীম অনুসারে আমল করে। আর যদি কোরআনের তা'লীম অনুযায়ী পূর্ণরূপে আমল করা হয়, তবে সর্বপ্রকারের সন্দেহ আপনাআপনি দূর হইয়া যাইতে বাধ্য। কেননা, কোরআন মুত্তাকীদের জন্য হেদায়ত। অতএব, সন্দেহকারীদের উচিত কোরআনের তা'লীম অনুসারে আমল আরম্ভ করিয়া দেওয়া—آفتاب آمد دلیل آفتاب "সূর্যই সূর্যের অস্তিত্বের প্রমাণ।" আমল করার পরে বুঝা যাইবে যে, কোরআন আদ্যোপান্ত হেদায়তই হেদায়ত। উহাতে কোন বিষয়েই সন্দেহের কারণ নহে।)

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ আয়াতটির সহিতই আমার বক্তব্য বিষয়টি সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। তাহা আমি পূর্বেই বর্ণনা করিয়াছি। আমি প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছি যে, এই আয়াতটি হইতে হেদায়ত বৃদ্ধি বুঝা যাইতেছে এবং اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ আয়াতটিকে ইহার সহিত মিলাইলে তাহা কাম্য হওয়া প্রমাণিত হয়। এখন বাকী রহিল এল্‌ম এবং এল্‌ম বৃদ্ধির উপকরণের বর্ণনা। هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ আয়াতটির মধ্যে তৎপ্রতিও ইঙ্গিত রহিয়াছে। কেননা, ইহার তরজমা—"কোরআন হেদায়তকারী মুত্তাকীদের জন্য।" আর এখন জানিতে পারিয়াছেন যে, এখানে মূল হেদায়ত উদ্দেশ্য নহে। কেননা, মূল হেদায়ত তো মুত্তাকীদের মধ্যে পূর্ব হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছে; বরং অধিক হেদায়তই উদ্দেশ্য। ইহাতে বুঝা যায় যে, অধিক হেদায়ত এবং অধিক এল্‌ম মুত্তাকীদেরই হাছিল হইয়া থাকে এবং ইহা হইতে হেদায়ত বৃদ্ধির কারণও বুঝা গেল যে, তাহা তাক্‌ওয়া অর্থাৎ, পরহেযগারী। (কেননা, বালাগতের কায়েদা এই যে, কোন হুকুমকে কোন গুণবাচক অর্থের সহিত সংলগ্ন করিলে হুকুমটির মধ্যে সেই গুণবাচক অর্থটির সম্পর্ক থাকে? যেমন:

اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا

অর্থাৎ, চুরির কারণেই তাহাদের হাত কাটার নির্দেশ আসিয়াছে। আরও যেমন: اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ অর্থাৎ, কুফরীর কারণেই তাহাদের জন্য দোযখের অগ্নি প্রস্তুত রাখা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ হইতে ইহাও জানা গিয়াছে যে, এল্‌মের হাকীকত কি? অর্থাৎ, যাহা 'তাক্‌ওয়ার দ্বারা বৃদ্ধি পায় তাহাই প্রকৃতপক্ষে এল্‌ম। কেননা, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাক্‌ওয়া দ্বারা বাহ্যিক এল্‌ম বৃদ্ধি পায় না। তাক্‌ওয়ার দ্বারা কখনও তফ্‌সীরে মাদারেক এবং তফ্‌সীরে বায়যাবী খতম হয় না। সুতরাং বুঝা গেল যে, এল্‌মের হাকীকত এমন একটি বস্তু যাহা বাহ্যিক এল্‌ম হইতে স্বতন্ত্র, তাহা কেবল তাক্‌ওয়া দ্বারাই বৃদ্ধি পাইতে পারে। কিতাব পড়িলে লাভ করা

www.BANGLAKITAB.com

যায় না। এখন হইতে ঐ সমস্ত লোকের ভুল প্রকাশিত হইয়া পড়িল যাহারা শুধু বাহ্যিক এল্‌ম বৃদ্ধিরই অন্বেষণ করিয়া বেড়ায় এবং এল্‌মের হাকীকত হইতে সম্পূর্ণ গাফেল ও অমনোযোগী।

॥ কোরআন বুঝা ॥

এখন দেখিতে হইবে, সেই এল্‌মের হাকীকত বস্তুটি কি? তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বুঝিতে হইবে। যাঁহারা হাদীসে অভিজ্ঞ তাঁহারা এ সম্বন্ধে অবগত আছেন।

বোখারী শরীফে হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু হইতে রেওয়ায়ৎ আছে, তাঁহার খেলাফতের সময় কতক লোক একথা প্রচার করিয়াছিল যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) তাঁহাকে কিছু খাছ এল্‌ম দানকরিয়া গিয়াছেনযাহা অন্য কাহাকেও শিখাননাই। মজার কথা এই যে, তাসাউফের কোন কোন কিতাবেও লিখা আছে যে, মে'রাজের রাত্রিতে হুযুর (দঃ)কে নব্বই হাজার এল্‌ম প্রদান করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে তিনি ত্রিশ হাজার এল্‌ম সর্বসাধারণকে বলিয়া দিয়াছেন। ত্রিশ হাজার এল্‌ম খাছ খাছ ছাহাবীদিগকে শিখাইয়াছেন আর ত্রিশ হাজার এল্‌ম শুধু হযরত আলী (রাঃ)কে দান করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে একটি লম্বা কেস্‌সাও আছে যে, হুযুর (দঃ) প্রথমে হযরত আবু বকর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন: 'তোমাকে সেই খাছ এল্‌ম শিখাইলে তুমি কি করিবে?' তিনি বলিলেন: 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আমি খুব এবাদৎ করিব, জেহাদে সচেষ্ট থাকিব।' হুযুর (দঃ) বলিলেন: তুমি উক্ত খাছ এল্‌মের উপযুক্ত নও। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জবাব দিলেন, আমি نعوذ بالله অন্যান্য লোকদিগকে হেদায়ত করিব এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হইব।" হুযুর (দঃ) বলিলেন: "তুমিও ইহার উপযুক্ত নও।" অতঃপর হযরত ওসমান (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও এমনি একটা কিছু উত্তর দিলেন। তিনিও অনুপযুক্ত সাব্যস্ত হইলেন। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন: 'আমি মানুষের রহস্যসমূহ গোপন রাখিব।' ইহাতে হুযুর (দঃ) বলিলেন, হাঁ, তুমি উপযুক্ত। অতঃপর তিনি তাঁহাকে সেই ত্রিশ হাজার এল্‌ম দান করিলেন। কেহ খুব অবসর সময়ে বসিয়া কেস্‌সাটি রচনা করিয়াছেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা দরকার যে, মে'রাজে হুযুরের সঙ্গে যে এত কথা হইয়াছিল, তুমি কি তাহা আড়ালে থাকিয়া শ্রবণ করিতেছিলে, যাহাতে তুমি একেবারে উহার সংখ্যা পর্যন্ত জানিয়া লইয়াছ?

একজন বুযুর্গ লোককে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আল্লাহ্‌ তা'আলা মে'রাজে হুযুরের সহিত কি কি কথা বলিয়াছিলেন? তিনি খুব সুন্দর জবাব দিয়াছেন:

اکنوں کرا دماغ کہ پرسد ز باغبان + بلبل چہ گفت و گل چہ شنید و صبا چہ کرد

"এখন কাহার মস্তিষ্কে কুলাইবে যে,বাগানীকে জিজ্ঞাসা করে—বুলবুল কি বলিল, ফুল কি শুনিল এবং প্রাতঃসমীরণ কি করিল?"

www.BANGLAKITAB.com

মোটকথা, হযরত আলী (রাঃ) সম্বন্ধে তাঁহার জীবিত কালেই লোকে এরূপ ধারণা করিতেছিল যে, তাঁহাকে কিছু খাছ এল্‌ম দান করা হইয়াছে, এরূপ ধারণা করার কারণ এই ছিল যে, হযরত আলী (রাঃ)-এর মুখ হইতে মা'রেফাৎ এবং হেক-মতের কথা প্রচুর পরিমাণে প্রকাশ পাইত। ইহাতে লোকে এরূপ ধারণা করিয়াছিল। অতঃপর কেহ কেহ স্বয়ং হযরত আলী (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল :

هَلْ خَصَّكُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ دُوْنَ النَّاسِ -

"হুযুর (দঃ) অন্যান্য মুসলমানদের ছাড়া একাকী আপনাকে বিশেষ করিয়া কোন কিছু দান করিয়াছেন কি ?" তিনি উহার দুইটি উত্তর দিয়াছিলেন :

(১) لَا اِلَّا مَا فِيْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ

"না কখনই না, এই চটিগ্রন্থে লিখিত বিষয়গুলি ছাড়া আর কিছুই না (উক্ত গ্রন্থে ছদকা এবং দিয়াৎ সম্বন্ধে কতকগুলি বিধান লিখিত ছিল তাহা যে খাছ তাঁহার জন্য নহে, ইহা সকলেই জানে।"

(২) قَالَ مَا خَصَّنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا فَهْمًا اُوْتِيَهُ الرَّجُلُ فِي الْقُرْاٰنِ

অর্থাৎ, আমাকে কোন খাছ এলম দান করা হয় নাই, কেবল একটি বোধশক্তি ছাড়া, যাহা আল্লাহ্ পাক তাঁহার একজন বান্দাকে কোরআন সম্বন্ধে দান করিয়াছেন। জবাবের সারমর্ম এই—আমা হইতে যে সমস্ত এল্‌ম প্রকাশ পাইতেছে উহার কারণ এই নহে যে, অন্যান্য মুসলমানকে ছাড়া আমাকে খাছ করিয়া কিছু এলম হুযুর (দঃ) দান করিয়া গিয়াছেন ; বরং উহার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে কোর-আন অর্থাৎ দ্বীন সম্বন্ধে এক প্রকার খাছ বোধশক্তি দান করিয়াছেন।

ইহাই এল্‌মের হাকীকৎ। ইহা একমাত্র তাক্‌ওয়া দ্বারা হাছিল হইতে পারে। ইহা সেই ফেকাহ্ যাহা সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন :

فَقِيْهٌ وَّاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ -

"শয়তানের নিকট একজন ফেকাহশাস্ত্রবিদ আলেম এক হাজার আবেদ অপেক্ষা অধিক কঠিন।" এখানে সেই 'ফকীহ' উদ্দেশ্য নহে যিনি ফেকাহ্‌র কিতাব পাঠ করিয়া 'ফকীহ্' হইয়াছেন। কেননা শুধু ফেকাহ্‌র কিতাব পাঠ করিয়া শয়তানের চাল বুঝিতে পারা যায় না ; উহা মা'রেফাত যাহা তাক্‌ওয়া দ্বারা হাছিল হইয়া থাকে। মারেফাত হাছিল হইলেই মারেফাতদার ব্যক্তির জ্ঞানও বোধশক্তি এমন পূর্ণ হইয়া যায় যে, তিনি তদ্দ্বারা শয়তানের সমস্ত ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে পারেন। শয়তান কোন কোন সময় দুনিয়াকে ধর্মের আকারে প্রকাশ করিয়া থাকে। মা'রেফাতদার লোক

www.BANGLAKITAB.com

তাহার ধোকা বুঝিতে পারিয়া মানুষকে জানাইয়া দেয়। তাহাতে মানুষ ধোকা হইতে রক্ষা পায়। এই কারণেই মা'রেফাতদার ফকীহ্ শয়তানের জন্য অতিশয় কঠিন। এই এল্‌মের ফযীলত সম্বন্ধেই হাদীসে আসিয়াছে: مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ "আল্লাহ্ তা'আলা যাহার ভালাই চাহেন তাহাকে দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞান দান করেন।" এই মৌলিক এল্‌ম কিতাব পড়িয়া হাছিল করা যায় না। কেননা, হুযূর (দঃ) তাঁহার ছাহাবায়ে কেরামের অশিক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে গর্ববোধ করিতেন এবং বলিতেন: اُمَّةٌ اُمِّيُّوْنَ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ "আমরা এমন এক সম্প্রদায়—লেখা পড়াও জানি না হিসাব কিতাবও জানি না।" বলুন, ছাহাবায়ে কেরাম কি লেখা-পড়া করিয়াছেন? কিছুই না; বরং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে তো দস্তখত পর্যন্ত জানিতেন না। কোন কোন ছাহাবী ফতুয়ার প্রয়োজন হইলে তাবেঈনদের হাওয়ালা করিয়া দিতেন। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও দ্বীনী এল্‌মে তাঁহারা সকলের সেরা ছিলেন। ছাহাবায়ে কেরাম সম্বন্ধে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসঊদ বলিয়াছেন: اَعْمَقُهُمْ عِلْمًا "উম্মতের মধ্যে ছাহাবায়ে কেরামের ধর্মীয় জ্ঞান সকলের চেয়ে অধিক গভীর।" সেই এলম কোন্ এল্‌ম ছিল? মাদ্রাসায় অর্জিত কিতাবী এল্‌ম? কখনই নহে; বরং ইহা ঐ কোরআনের মর্ম উপলব্ধি করার এল্‌ম যাহা হুযূর (দঃ)-এর সাহচর্যের বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা ছাহাবাদিগকে দান করিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহাদের তাক্‌ওয়ার কারণে আরো উন্নতি হইতে থাকিত। আর ইহাই সেই এল্‌ম যাহা সম্বন্ধে ইমাম শাফেঈ ছাহেব বলিয়াছেন:

شَكَوْتُ اِلٰى وَكِيْعٍ سُوْءَ حِفْظِىْ + فَاَوْصَانِىْ اِلٰى تَرْكِ الْمَعَاصِىْ -

'আমি আল্লামা ওয়াকী-এর নিকট স্মরণ শক্তির অভাবের অভিযোগ করিলে তিনি আমাকে গুনাহের কাজ ত্যাগ করিবার উপদেশ দিলেন।" তাহা কোন্ এল্‌ম গুনাহ্ যাহার প্রতিবন্ধক? তাহা কি কিতাবী এল্‌ম? কখনই নহে। কিতাবী এল্‌ম যাহার স্মরণশক্তি প্রবল সেই অধিক স্মরণ রাখিতে পারিবে। একজন প্রবল স্মরণ শক্তিশালী ফাসেক ও গুনাহগার ব্যক্তি বড় হইতে বড় পরহেযগার লোকেরচেয়ে কোরআন অধিক হেফ্‌য করিতে পারে; বরং আমাদের চেয়ে অধিক দ্বীনী মাসায়েল এবং হাদীসসমূহ কাফেরদেরও আয়ত্ত হইতে পারে। যেমন, বৈরূত শহরে কোন কোন খৃষ্টান আমাদের হাদীস ও ফেকাহ্ শাস্ত্র সম্বন্ধে খুব বড় জ্ঞানী রহিয়াছে। এক ব্যক্তি কোন পরিব্রাজক হইতে শুনিয়া আমার নিকট বলিয়াছে, জার্মানের একটি মাদ্রাসায় ইসলামী এল্‌মের তা'লীম যথারীতি হইয়া থাকে। কোন কামরার নাম 'দারুল ফেক্‌হ্' কোন কামরার নাম 'দারুল হাদীস' এবং সেখানে বোখারী শরীফ, হেদায়া প্রভৃতি সকল

www.BANGLAKITAB.com

কিতাবই পড়ান হয়, অথচ শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সকলেই ঈসায়ী কাফের। আর তাহারা মতভেদযুক্ত মাস্‌আলাগুলিকে খুব বিস্তারিত ব্যাখ্যার সহিত আলোচনা করিয়া থাকেন। কেননা, জার্মান লাইব্রেরীতে আমাদের পূর্ব পুরুষগণের লিখিত বহু দুষ্প্রাপ্য কিতাবসমূহ সঞ্চিত রহিয়াছে—যাহাদের নামও আমরা শুনি নাই।

যাহা হউক, ইমাম শাফেঈ ছাহেব কিতাবী এল্‌ম সম্বন্ধে স্মরণ না থাকার অভিযোগ করেন নাই। ইমাম ওয়াকী-এর উত্তর হইতে বুঝা যায়, শাফেঈ (রঃ) অন্য কোন এল্‌মে স্মরণ শক্তির অভাবের অভিযোগ করিতেছিলেন যাহাতে গুনাহের দখল ছিল। ইহাই প্রকৃত এল্‌ম এবং ইহাই সেই বস্তু যাহার কারণে মুজ্‌তাহিদ্‌গণ মুজ্‌তাহিদ হইয়াছেন। অন্যথায় সুদূর প্রসারী দৃষ্টি এবং অধিক জানাশুনার ব্যাপারে কোন কোন মুকাল্লেদ্‌ কোন কোন মুজ্‌তাহিদের চেয়ে উন্নত হওয়াও সম্ভব। কবি কেমন সুন্দর বলিয়াছেন :

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند + نه هر که آئینه دارد سکندری داند
هزار نکته باریک تر ز مو این جاست + نه هر که سر بتراشد قلندری داند

"চেহরা উজ্জল করিয়া লইলেই চিত্তাকর্ষণ আয়ত্ত হয় না। আয়নার মালিক হইলেই সেকান্দরের ন্যায় জ্ঞান বিজ্ঞান আয়ত্ত হয় না। এই স্থানে চুলের চেয়ে সূক্ষ্ম হাজার হাজার সূক্ষ্ম বিষয় রহিয়াছে। মাথা মুড়াইয়া নেড়েমুণ্ড সাজিলেই দরবেশী আয়ত্ত হয় না।"

বস্‌, এল্‌মের হাকীকত সম্বন্ধে ইহার চেয়ে অধিক সন্ধান আমি দিতে পারি না। হযরত আলী (রাঃ)-এর উক্তি : فَهْمًا أُوْتِيَهُ الرَّجُلُ فِي الْقُرْآنِ "একটি বোধ শক্তি যাহা আল্লাহ্‌ তা'আলা কোরআন সম্বন্ধে একজন মানুষকে দান করিয়াছেন।" যদিও ক্ষুদ্র একটি শব্দ কিন্তু ইহা অতি বড় কথা যে, সেই বোধ শক্তি কি পদার্থ এবং তাহা কোন্‌ শ্রেণীর হইয়া থাকে? মানুষের ভাষা ইহার বিবরণ দিতে অক্ষম। তবে উহা উপলব্ধি করিবার একমাত্র পথ এই যে, তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিয়া দেখুন। সত্যিকারের কামালিয়ৎ ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না :

پرسید کسے که عاشقی چیست + گفتم که چو ما شوی بدانی

"এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল : আশেকী কি জিনিস? উত্তরে বলিলাম, আমার মত হইলে বুঝিতে পারিবে।"

।। রুচি দ্বারা উপলব্ধিয় বিষয় ।।

মাওলানা ইয়াকুব ছাহেব (রঃ) বলিতেন : যে বিষয়টি রুচি দ্বারা উপলব্ধি করার বস্তু তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝান যায় না। দেখুন, কেহ যদি কোন দিন আম না খাইয়া

www.BANGLAKITAB.com

থাকে আর তাহার সামনে আপনি আমের বিবরণ দিতে থাকেন যে,আম এরূপ সুস্বাদু এবং মিষ্ট, তবে সে বলিবে আম কি গুড়ের মত ? আপনি বলিবেন, না। সে বলিবে : "চিনির মত ? না আঙ্গুর বা আনারের মত ?" আপনি বলিবেন,না। আবারও সে জেদ করিবে : বলুন, আম কেমন বস্তু ? তখন আপনাকে ইহাই বলিতে হইবে যে, ভাই! আমি উহার বর্ণনা দিয়া তোমাকে বুঝাইতে পারিব না। তুমি খাইয়া দেখ, নিজেই বুঝিতে পারিবে। তখন তো সে ব্যক্তি আশ্চর্য বোধ করিবে এবং সেকথা বিশ্বাস করিবে না। মনে করিবে এ কেমন কথা! বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু যখন সে আম খাইবে, তখন সেও উহার স্বাদ বর্ণনা করিয়া বুঝাইতে পারিবে না।

ইহা কেবল আধ্যাত্মিক বা আভ্যন্তরীণ কামালিয়াতের সহিতই খাছ নহে; বরং বাহ্যিক ভাবে অনুভবনীয় পদার্থসমূহের মধ্যেও যে বস্তুর সম্পর্ক রসনা বা রুচির সহিত, ভাষায় উহা বর্ণনা করিয়া বুঝান যায় না।

জনৈক তুর্কী আমীর লোকের ঘটনা, কোন এক গায়ক তাঁহার মজলিসে কবিতা পাঠ করিতেছিল। তাহার প্রত্যেকটি বয়েতের শেষে نمی دانم نمی دانم "নামী দানাম নামী দানাম" "আমি জানি না, আমি জানি না" শব্দ বারবার আসিতেছিল। যেমন :

گل یا سوسنی یا سرو یا ماهی نمیدانم + از ین آشفته بیدل چه می خواهی نمی دانم

সেই তুর্কী আমীর শরাবে মত্ত ছিল, দুই একটি বয়েত সে শ্রবণ করিল, গায়ক যখন সেই "নামী দানাম" বারবার আওড়াইল,তুর্কী তখন তাহাকে এক ঘুষি মারিয়া বলিল, এই "নামী দানাম" কি বলিতেছ।" অর্থাৎ, যাহা জান তাহা বল যাহা জান না তাহা বারবার কেন আওড়াইতেছ ? এই মর্যাদা দিল সে কবিতার। আসলে ব্যাপার ছিল কি ? তাহার কবিতার রুচিই ছিল না। যদি রুচি থাকিত, তবে সে গায়কের এই কবিতা শুনিয়া পাগল হইয়া যাইত। কিন্তু কবিতায় যে ব্যক্তি স্বাদ পায় তাহাকে একটু জিজ্ঞাসা করুন তোকবিতায় কি স্বাদ ? বস্,সে শুধু এতটুকুই বলিবে যে, বর্ণনা করিয়া বুঝাইতে পারি না। রুচি না জন্মিবার আগে আপনি বিশ্বাস করিবেন না। কিন্তু রুচি উৎপন্ন হইবার পরে আপনিও বলিবেন : "বর্ণনা করিয়া বুঝাইতে পারিব না।"

এক বুযুর্গ লোকের ঘটনা। তিনি বলিতেন,"এত ওলিআল্লাহ্ এন্তেকাল করিতেছেন, কিন্তু কেহই"আ'লমে বরযখের"(মধ্যলোকের)কোন খবর দিতেছেন না যে, উহা কেমন জগৎ ? অথচ তাঁহাদের মধ্যে এমনও অনেক ওলি আছেন যাঁহারা মৃত্যুর পরেও খবর দিতে পারেন। আচ্ছা; আমি নিশ্চয়ই 'বরযখ' সম্বন্ধে খবর দিব। আমাকে দাফন করার কালে আমার কবরের মধ্যে কাগজ, কলম এবং দোয়াত রাখিয়া দিও, আমি তথাকার যাবতীয় অবস্থা লিখিয়া পাঠাইব। তৃতীয় দিনে তোমরা আমার কবরের নিকট গেলেই, কাগজ, কলম, দোয়াত কবরের উপরে রক্ষিত পাইবে। ফলতঃ সেইরূপই করা হইল, তৃতীয় দিনে মানুষ কবরের নিকটে যাইয়া দেখিল,

www.BANGLAKITAB.com

ওয়াদা অনুযায়ী কাগজ, কলম প্রভৃতি কবরের উপরে রক্ষিত রহিয়াছে এবং তাহাতে লিখিত আছে প্রকৃত তথ্য ভুক্তভোগী ছাড়া কেহ জানিতে পারিবে না। ইহার চেয়ে অধিক সন্ধান কেহই দিতে পারিবে না, যাহা রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) হাদীস শরীফে বলিয়া দিয়াছেন। কবি সত্যই বলিয়াছেন :

آن راکه خبر شد خبرش باز نیامد

"যিনি খবর জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে কোনই খবর ফিরিয়া আসিতেছে না।"

প্রকৃত কামালিয়ত সম্বন্ধে বুঝিতে এবং বুঝাইতে চাহিলেও তাহা বাঁকা ক্ষীরের মতই হইয়া পড়িবে। একটি বালক কোন এক জন্মান্ধ হাফেযজীর নিকট আসিয়া তাঁহাকে দাওয়াত করিল। হাফেযজী জিজ্ঞাসা করিলেন : "কি খাওয়াইবে ?" সে বলিল : "ক্ষীর"। হাফেযজী বলিলেন : "ক্ষীর কেমন বস্তু ?" ছেলেটি বলিল : 'সাদা' হাফেযজী জীবনেও দেখেন নাই—সাদা কি, আর কালা কি ? কাজেই জিজ্ঞাসা করিলেন : "সাদা কিরূপ" ? সে বলিল : "বকের মতন"। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বক কেমন হয় ?" ছেলেটি তাঁহার হাত বাঁকাইয়া বকের গলার মত করিয়া তাহার সামনে নিয়া বলিল : "এইরূপ।" হাফেযজী বালকটির হাতের উপর হাত বুলাইয়া দেখিয়া বলিলেন : "ভাই! এ ক্ষীর তো বড় বাঁকা, যাও, আমি তোমার দাওয়াত খাইব না। এই ক্ষীর তো আমার গলায়ই আট্‌কিয়া পড়িবে।"

দেখুন, ক্ষীরের গুণাগুণ ও স্বাদ রুচীর সহিত সংশ্লিষ্ট। কাজেই ভাষায় তাহা বুঝান গেল না এবং ব্যাপার কোথায় হইতে কোথায় গিয়া গড়াইল। ইহার সোজা উত্তর এই ছিল যে, হাফেযজী! এক লোকমা মুখে লইয়া দেখুন ক্ষীর কেমন হয়। বস, আমি ইহাই বলিতেছি যে, তাক্‌ওয়া দ্বারাই এল্‌মের হাকীকত বুঝা বা জানা যাইতে পারে। ভাষায় আপনারা উহার হাকীকত বুঝিতে পারিবেন না। অতএব, তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিয়া দেখিয়া লউন।

॥ খোদা-প্রদত্ত এল্‌ম ॥

হাঁ, সন্ধান দেওয়ার জন্য আমি এতটুকু বলিতেছি যে, এলমের হাকীকত যাহার আয়ত্ত হয়, গায়েব হইতে তাহার অন্তরে সে সমস্ত এল্‌ম অবতীর্ণ হইয়া থাকে যাহা কিতাবে পাওয়া যায় না। মাওলানা বলেন :

علم چوں برتن زنی مارے شود + علم چوں بردل زنی یارے شود
بینی اندر خود علوم انبیاء + بے کتاب وبے معید واوستا

এল্‌ম এমন বস্তু দেহে ধারণ করিলে সাপ হয়। আর হৃদয়ে ধারণ করিলে বন্ধু হয়। (আল্লাহুর সুদৃষ্টি হইলে) নিজের মধ্যে আম্বিয়াদের এল্‌ম দেখিতে পাইবে কিতাব, দিশারী এবং ওস্তাদ ব্যতীত।"

www.BANGLAKITAB.com

ইহাতে বুঝা যায়, ঐ সমস্ত এল্‌ম খোদা-প্রদত্ত, উপার্জনীয় নহে। এসম্বন্ধে একটি রেওয়ায়েতে আসিয়াছে, من عمل بما علم علمه الله ما لم يعلم "যে ব্যক্তি যাহা জানে তদনুযায়ী আমল করে, আল্লাহ্ তাহাকে এমন বিষয়ের জ্ঞান দান করেন যাহা সে জানে না।" আজকাল লোকে বেশী জানা শুনাকেই এল্‌ম মনে করিয়া থাকে। অথচ এল্‌ম এবং জানা বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

জ্ঞান আর জানা বিষয় এই দুইয়ের মধ্যে এক বিচিত্র প্রভেদ হযরত মাওলানা কাসেম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন। একবার তিনি বলিয়াছেন: "সকলে হযরত হাজী ছাহেব কেব্‌লার ভক্ত হইয়াছে তাঁহার পরহেযগারী, কিংবা অত্যধিক এবাদত কিংবা বুযুর্গী দেখিয়া, আর আমি ভক্ত হইয়াছি তাঁহার এল্‌ম দেখিয়া। ইহা শুনিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী বিস্মিত হইল। হাজী সাহেব কেবলার মধ্যে এত এল্‌ম কোথায় যে, মাওলানা কাসেম ছাহেব তাঁহার ভক্ত হইয়া পড়িলেন। বাহ্য দৃষ্টিতে তো মাওলানার এল্‌ম হযরত হাজী ছাহেব অপেক্ষা অধিক ছিল। হাজী ছাহেব তো কেবল 'কাফিয়া' কিতাব পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাহার এল্‌মের অবস্থা এইরূপ ছিল যে, কাফিয়া পড়িবার কালেই মেশ্‌কাত শরীফের সবকে বসিয়া পড়িতেন। 'মেশ্‌কাত' মৌলবী কালান্দার জালালাবাদী ছাহেব পড়াইতেন। সবকের পরে ছাত্রদের মধ্যে কোন হাদীসের মতলব সম্বন্ধে মতভেদ হইলে হাজী ছাহেব উহার ছহীহ্ মতলব বলিয়া দিতেন। কোন কোন সময়ে ছাত্রগণ হাজী ছাহেবের সহিত বিতর্ক জুড়িয়া দিত "না এই অর্থ নহে" এবং তর্কে তাঁহাকে দমাইয়া রাখিত। কেননা, তর্ক করা হযরত হাজী ছাহেবের অভ্যাসের বাহিরে ছিল; কিন্তু মৌলবী কালান্দার ছাহেব যখন এই মতভেদ সম্বন্ধে অবগত হইতেন, তখন সর্বদা হাজী ছাহেবের কথাকেই ছহীহ্ বলিয়া মত প্রকাশ করিতেন। এইরূপে একবার মাওলানা শেখ মোহাম্মদ ছাহেবের সহিত মস্‌নবীর একটি বয়েতের মতলব সম্বন্ধে তাঁহার মতভেদ হইল। হাজী ছাহেবের বর্ণিত অর্থ তখন তো মাওলানা শেখ মোহাম্মদ মানেন নাই। কিন্তু একবার মস্‌নবীর সবকে সেই বয়েতটি আসিলে ওস্তাদজী হাজী ছাহেবের বর্ণিত অর্থই বলিলেন। হাজী সাহেব হুজ্‌রা হইতে বাহির হইয়া মাওলানা শেখ মোহাম্মদকে সালাম করিলেন। মাওলানা তখন স্বীকার করিলেন যে, আমারই ভুল ছিল। এখন ভাবিয়া দেখুন, হাজী ছাহেবের মধ্যে কোন্ এল্‌ম ছিল? ইহাই সেই প্রকৃত এল্‌ম, তাক্‌ওয়ার বদৌলতে হাজী ছাহেব যাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

একথাই মাওলানা কাসেম ছাহেব বলিতেন যে, এল্‌মের কারণে আমি হাজী ছাহেবের ভক্ত হইয়াছি। মানুষ উহার রহস্য জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, এল্‌ম এক বস্তু আর জানা জিনিষ আর এক বস্তু। আর এই প্রভেদও বর্ণনা করিয়াছেন

www.BANGLAKITAB.com

যে, দেখ, এক হইল দর্শন করা, আর এক হইল দর্শনীয় বস্তুসমূহ, এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, এক ব্যক্তি ভ্রমণ বহুত করিয়াছে, কিন্তু তাহার দৃষ্টিশক্তি খুব দুর্বল, আর এক ব্যক্তি ভ্রমণ খুব কমই করিয়াছে, কিন্তু তাহার দৃষ্টিশক্তি খুব প্রখর। অতএব দেখুন, যে ব্যক্তি দুর্বল দৃষ্টি শক্তি লইয়া অনেক ভ্রমণ করিয়াছে সে দর্শনীয় বস্তু-তো অনেক বেশী দেখিয়াছে, কিন্তু দর্শনীয় কোন বস্তুরই পূর্ণ তত্ত্ব অবগত হইতে পারে নাই। কেননা, সে কোন বস্তুকেই ভাল রকম দেখিতে পারে নাই। প্রত্যেক বস্তুকেই সাধারণ ভাসা-ভাসা দৃষ্টিতে দেখিয়াছে। পক্ষান্তরে যাহার দৃষ্টি প্রখর এবং ভ্রমণ বেশী করে নাই তাহার দর্শনীয় বস্তুর সংখ্যা যদিও কম, কিন্তু সে যে বস্তুর প্রতিই দৃষ্টি করে উহার পূর্ণ তথ্য জানিয়া লয়। আমাদের ও হাজী ছাহেবের মধ্যে এই প্রভেদ। আমাদের জানা বিষয় তো অনেক, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টির অভাব। আর হাজী ছাহেবের জানা বিষয়ের সংখ্যা যদিও কম কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি অতিশয় প্রখর। কাজেই তাঁহার এল্‌ম্ যে কতটুকু আছে তাহা সম্পূর্ণই সঠিক এবং পূর্ণ। তিনি প্রত্যেকটি জ্ঞাতব্য বিষয়ের গূঢ় তত্ত্ব পর্যন্ত পৌঁছিয়া থাকেন, আর আমরা গূঢ় তত্ত্ব পর্যন্ত পৌঁছিতে পারি না।

এই প্রভেদটি একবার তিনি এরূপও বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমাদের মনে প্রথমতঃ কোন বিষয়ের প্রাথমিক বিষয়গুলি উদিত হয়। অতঃপর উহাদের সমন্বয়ে ফল বা শেষ সিদ্ধান্ত আপনাআপনি প্রকাশিত হয়। কখনও তাহা সঠিক হয়, কখনও বা ভুল হয়। আর হাজী ছাহেবের মনে প্রথমেই ফল বা সিদ্ধান্ত প্রকাশ পায় এবং তাহা নির্ভুল ও সঠিকভাবেই প্রকাশ পায়। আর প্রাথমিক বিষয়গুলি উহার অধীন হইয়া পরে উদিত হয়। মোটকথা, যেমন দর্শনীয় বস্তুর সংখ্যা অধিক হওয়ার নাম দর্শন নহে, তদ্রূপ জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংখ্যা অনেক হওয়ার নাম জ্ঞান নহে; বরং যেই সুষ্ঠু ও শক্তিশালী বোধশক্তির সাহায্যে সঠিক ও নির্ভুল সিদ্ধান্তে তাড়াতাড়ি পৌঁছা যায় তাহাই এল্‌ম, ইহাই এল্‌মের হাকীকত। যাহা শুধু পড়িয়া ও পড়াইয়া লাভ করা যায় না; বরং উহার আরও অনেক উপকরণ রহিয়াছে।

।। তাক্‌ওয়ার হাকীকত ।।

তন্মধ্যে একটি উপকরণ আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তাকওয়া প্রাপ্তির দোআ করা যাহা اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ আয়াতে উল্লেখ রহিয়াছে। দ্বিতীয় উপকরণ তাক্‌ওয়া যাহা هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ আয়াতে উল্লেখ আছে। আর তাকওয়ার অর্থএই নহে যে, যেকের ফেকের এবং মুরাকাবা করা। ইহা তো তাক্‌ওয়ার অলঙ্কার মাত্র। তাকওয়ার হাকীকত

www.BANGLAKITAB.com

অন্যকিছু. তাহা আল্লাহ্ তা'আলা হইতেই জানিয়া লউন। আল্লাহ্ তা'আলা এই-স্থানেই তাক্‌ওয়ার হাকীকতও বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ

يُوْقِنُوْنَ ۞

"তাহারাই মুত্তাকী যাহারা গায়েবের উপর ঈমান রাখে, নামায কায়েম করে, আর যাহাকিছু আমি তাহাদিগকে রেযেক দানকরিয়াছি তাহা হইতে আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে। আর ঐ সমস্ত লোক যাহারা আপনার নিকট অবতারিত কিতাবের উপর এবং আপনার পূর্ববর্তীকালে অবতারিত কিতাবসমূহের উপর ঈমান রাখে এবং তাহা-রাই আখেরাতে বিশ্বাস রাখে।" এস্থলে আল্লাহ্ তা'আলা আকায়েদ এবং 'এবাদতে বদনিয়াহ্ ও মালিয়াহ্' (এবং কারবারের) মূলনীতি বর্ণনা করিয়াছেন। (পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনয়নের উল্লেখ করিয়া এ দিক ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, মুসলমানদের গোঁড়া ও হটকারী হওয়া উচিত নহে। কেবল সেই কিতাবই মান্য করিবে যাহার সম্পর্ক তাহাদের নিজেদের সহিত আছে। আর যে কিতাবগুলির সম্পর্ক অপরের সহিত তাহা মান্য করিবে না, এমন হওয়া উচিত নহে। মুসলমানদের উচিত ন্যায়বানএবং মধ্যমপন্থী হওয়া। অর্থাৎ, যে কিতাবেরই যতটুকু কথা এই ধর্মের দৃষ্টিতে সত্য তাহা মান্য করিবে। অতএব, ইঞ্জীল ও তাওরাত যদিও আমলের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সহিত কোন সম্পর্ক নাই কিন্তু এতটুকু কথা তো সত্য যে, এই কিতাবগুলি ইহুদী ও নাছারা সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে নাযেল হইয়াছিল। অতএব, উহাকে অবিশ্বাস করিতে পারিবে না ; বরং সেগুলিকেও আল্লাহ্‌র অবতারিত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিবে। অবশ্য ইহুদী নাছারারা উক্ত কিতাব-সমূহে নিজেদের মনগড়া যে পরিবর্তন করিয়াছে তাহা অবশ্যই অবিশ্বাস করিতে হইবে। এই শিক্ষার ভিতর দিয়া মুসলমানদিগকে ন্যায়নিষ্ঠা ও মধ্যম পন্থা অবলম্বনের জন্য তাকীদ করা হইয়াছে। অর্থাৎ, অমুসলমানরা বিরোধিতায় সীমা ছাড়াইয়া যাইবে না এবং ইহা সমস্ত দুনিয়াবী কারবারের আসল নীতি।)

সারকথা এই যে,তাহারাই মুত্তাকী যাহারা ধর্মে-কর্মে পূর্ণ ও ত্রুটিহীন। তাহাদের আকায়েদও শুদ্ধ হয়। দৈহিক ও আর্থিক এবাদতে (এবং কাজে কারবারেও) কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি না হয় এবং ইহাই ধর্মকর্মে পূর্ণ হওয়ার সারমর্ম। এই তফসীর তখনই শুদ্ধ হইতে পারে, যখন اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ। الخ কথাটিকে মুত্তাকীন

www.BANGLAKITAB.com

শব্দের ব্যাখ্যাকারী বিশেষণ বলা হইবে। তাহা না হইলেও আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে। কেননা, আমারউদ্দেশ্য—তাক্ওয়া হইল এল্ম বৃদ্ধির উপকরণ। এখন যদি এই আয়াতে উল্লেখিত সবগুলি বিষয়ের সমষ্টিই তাকওয়া হয় কিংবা যদি বর্ণিত বিষয়গুলির সমষ্টি হইতে যে একটি অবিমিশ্র অবস্থা উৎপন্ন হয় তাহাকেই তাকওয়া বলা হয়—যাহা 'মুত্তাকীন' শব্দ হইতে বুঝা যাইতেছে—সে বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন আমার নাই। ইহা সুস্পষ্ট কথা যে, তাকওয়ার জন্য সর্বপ্রকারের গুনাহের কাজ হইতে দূরে থাকা আবশ্যক এবং তাহা তখনই সম্ভব হইতে পারে, যখন শরীয়তের যাবতীয় নির্দেশ মানিয়া চলা হয়। কেননা, নির্দেশিত কার্য ত্যাগ করাও গুনাহের কাজ। এই গুনাহ বর্জন করা অর্থাৎ উক্ত নির্দেশাবলী পালন করা তাক্ওয়ার জন্য জরূরী। এখন তাক্ওয়াকে অনেকগুলি বিষয়ের সমষ্টি মনে কর কিংবা একটি অবিমিশ্র বস্তু মনে কর। অস্তিত্ব বিশিষ্ট মনে কর কিংবা অস্তিত্ব বিহীন মনে কর, উহার জন্য আকায়েদ, আমল এবং কারবার বিশুদ্ধ থাকা সকল অবস্থায়ই জরূরী। ইহাকে তাক্ওয়ার শর্তই মনে করা হউক কিংবা তাক্ওয়ার অংশ মনে করা হউক। কিন্তু অন্য একটি আয়াতের মর্মে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে,

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ الخ

মুত্তাকীন শব্দের ব্যাখ্যাকারী বিশেষণ এবং এ সমস্ত কার্য তাকওয়ার মৌলিক অর্থের অন্তর্ভুক্ত, যদিও আভিধানিক অর্থে তাকওয়া একটি অস্তিত্ববিহীন বিষয়; কিন্তু শরীয়তের ব্যবহারিক অর্থে অস্তিত্ববিহীন নহে; বরং শরীয়তে তাক্ওয়ার অর্থ ধর্ম-কর্মে পূর্ণতা। ইহাই অন্য একটি আয়াতের দ্বারা বুঝা যাইতেছে; সেই আয়াতটি এই:

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ

مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ -

"পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরান নেক কাজ নহে; বরং নেককার সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্, পরকালের দিন, ফেরেশ্তা, কিতাব এবং নবীগণের সত্যতার উপর ঈমান রাখে।" এপর্যন্ত আকায়েদেরই উল্লেখ হইয়াছে এবং তফ্সীরকারকগণ একথায় একমত আছেন যে, بِرّ শব্দের অর্থ بِرٌّ كَامِلٌ অর্থাৎ, পূর্ণ নেককাজ। পূর্ণ নেক কার্যের এক অংশ আকায়েদ দুরুস্ত করা। অতঃপর বলিতেছেন:

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ

وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ -

www.BANGLAKITAB.com

"আর আল্লাহ্‌র মহব্বতে মাল দান করে নিকট-আত্মীয়গণকে, এতিমদিগকে, মিস্‌কিনদিগকে, মুসাফিরকে, ভিক্ষুক বা প্রার্থীদিগকে "এবং গোলাম আযাদ করার ব্যাপারে।"

এখানে মালের হকসমূহ এবং সুন্দর সামাজিক ব্যবস্থার কথা উল্লেখ হইয়াছে। আরও বলিয়াছেন : وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ "এবং নামায কায়েম করিল এবং যাকাত আদায় করিল।" ইহাতে এবাদতে বদনী ও মালী-এর উল্লেখ করা হইয়াছে।

وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ -

"আর ওয়াদা পালনকারিগণ যখন তাহারা ওয়াদাবদ্ধ হয়, আর আপদে বিপদে ও যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় ছবরকারীগণ।" ইহাতে আখলাক সম্বন্ধীয় নীতির উল্লেখ হইয়াছে। মোটকথা, বাহ্যিক আমলসমূহ, দৈহিক ও আর্থিক এবাদত এবং অন্তরের আকীদা সম্বন্ধীয় কাজ প্রভৃতি সবকিছুই এই আয়াতে বিদ্যমান রহিয়াছে। এসমস্ত বর্ণনা করিয়া পরে বলিতেছেন :

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ -

"এসমস্ত লোকই খাঁটি এবং এসমস্ত লোকই মুত্তাকী।" ইহাতে পরিষ্কার বুঝা গেল যে, উপরোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত গুণাবলীতে যাহারা বিভূষিত তাঁহারাই মুত্তাকী। অতএব, প্রমাণিত হইল যে, ধর্ম-কর্মে পূর্ণতা লাভ করাই তাকওয়ার হাকীকত আর আকায়েদ বিশুদ্ধ রাখা, দৈহিক এবং আর্থিক এবাদত পালন করা, কারবার ও সামাজিক আচার ব্যবহার দুরুস্ত রাখা এসমস্ত উহার অংশ। এখন পরিষ্কার হইয়া গেল যে, ধর্ম-কর্মে পূর্ণতা লাভের অর্থে মুত্তাকী শব্দটি অস্পষ্ট।

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ الخ

আয়াতে বর্ণিত বিষয়গুলি উহার অস্পষ্টতা ব্যঞ্জক গুণ বা বিশেষণ। অতএব, দেখিতে পাইলেন যে, শুধু যেকের এবং ওযীফা ও মুরাকাবার নাম তাক্‌ওয়া নহে। ইহা তাক্‌ওয়ার অলঙ্কার; বরং এই আয়াতে বর্ণিত কার্যাবলী পালন করার নামই তাক্‌ওয়া। এখন সারকথা এই দাঁড়ায় যে, ধর্ম-কর্মে কামেল (পূর্ণ) হওয়ার নাম তাক্‌ওয়া। অতএব, هدى للمتقين বাক্যের সারমর্ম এই যে, ধর্ম-কর্মে পূর্ণতা লাভ হইলে হেদায়ত ও এল্‌ম বৃদ্ধি হয়। তালেবে এল্‌মগণ এদিকে আদৌ গুরুত্ব প্রদান

www.BANGLAKITAB.com

করে না। তাহারা এবিষয়ে সীমাহীন ত্রুটি করিয়া থাকে। এই ত্রুটিসমূহের ব্যাখ্যা আমি কত করিব? এবং কোন্ কোন্ বিষয় বর্ণনা করিব? তাহাদের মধ্যে কেহ দুই সপ্তাহের জন্য কোন তত্ত্বজ্ঞানীর সংসর্গে থাকুক এবং তাঁহার নিকট সংশোধনের আবেদন করুক। আর সেই মহাজ্ঞানী তত্ত্ববিদ বিনা দ্বিধায় তাহার দোষ-ত্রুটি নির্দেশ করিতে থাকুন, তখন সে তাহার ত্রুটিসমূহের হাকীকত বুঝিতে পারিবে।

॥ তাক্‌ওয়ার দৃষ্টান্ত ॥

তাকওয়ার একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছি। লক্ষ্ণৌতে আমার নামে একটি রিয়ারিং কার্ড আসিল। আমি উপস্থিত ছিলাম না। আমার বন্ধুগণ তাহা ফেরত দিলেন। তাঁহারা ধারণা করিলেন, প্রাপক হয়ত গ্রহণ নাও করিতে পারেন। ডাক-পিয়ন তাঁহাদিগকে বলিল: আপনারা ইচ্ছা করিলে ইহা পড়িতে পারেন এবং প্রাপককে লিখিত বিষয় সম্বন্ধে অবহিত করিতে পারেন। অতএব, আপনারা ইহা পাঠ করিয়া ফেরত দিন। আমার বন্ধুরা বলিল: ইহা তো জায়েয নাই। কেননা, আমরা পাঠ করিলে তো উহা দ্বারা উপকৃত হইলাম, উপকার লাভের পর তো আর ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকে না।

বলুন, তখন কার্ডটি পড়িয়া লওয়ার বাধা কি ছিল, যখন ডাক পিয়ন স্বয়ং অনুমতি দিতেছিল? শুধু খোদার ভয় বারণ করিতেছিল। পরন্তু খোদার ভয় হইতেই তাকওয়া লাভ হইয়া থাকে। খোদার ভয়ের অভাব রহিয়াছে বলিয়াই তালেবে এল্‌মদের মধ্যে তাকওয়ার অভাব। আজকালকার অবস্থা তো এইরূপ যে, যে কাজ করিবার ইচ্ছা হয় তাহাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া জায়েয করিয়া লওয়া হয়। যদিও অন্তর জানে যে, ইহা নাজায়েয। কেহ কেহ মনে করে, আমাদের পীর ও ওস্তাদ ছাহেবান খুব নেক কাজ করিয়া থাকেন। আমাদিগকে তাঁহাদের সঙ্গে মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। কিয়ামতের দিন তাঁহারা আমাদিগকে মাফ করাইয়া লইবেন। ইহা তো ঠিক সেইরূপ হইল: যেমন নাছারা ও ইয়াহুদীদের অবস্থা:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ـ

"আর ইয়াহুদী এবং নাছারারা বলে, আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র এবং প্রিয় জন।" তাহারা নবীর বংশধর এবং আলেম হওয়ার জন্য গর্বিত ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের গর্ব ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছেন। তোমরা কি এই হাদীসটি শুন নাই?

www.BANGLAKITAB.com

وَيْلٌ لِّمَنْ لَّا يَعْلَمُ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَعَلَّمَهُ وَاحِدٌ مِّنَ الْوَيْلِ وَوَيْلٌ لِّمَنْ يَعْلَمُ وَلَا يَعْمَلُ سَبْعٌ مِّنَ الْوَيْلِ-

"অর্থাৎ, জাহেলের জন্য একটি শাস্তি, আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহাকে আলেম করিতে পারেন। আর যে আলেম এল্‌ম অনুযায়ী আমল করে না তাহার সাত গুণ শাস্তি।" এই হাদীসটি অনুযায়ী আমল করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কি অপর কোন মানব জাতি সৃষ্টি করিবেন? এ সমস্ত শিক্ষা কি আমাদের জন্য নহে?

।। তালেবে এল্‌মদের ত্রুটি ।।

তালেবে এল্‌মদের মধ্যে একটি ত্রুটি এই যে, শ্মশ্রু গোঁপ বিহীন অল্প বয়স্ক বালকদের প্রতি দৃষ্টি করার ব্যাপারে এবং তাহাদের সহিত মেলামেশা করার ব্যাপারে আত্মরক্ষা করিয়া চলে না। অথচ ইহা তাক্‌ওয়ার জন্য হলাহল বিষতুল্য। আখেরাতের কঠিন শাস্তি তো আছেই তদুপরি দুনিয়াতেও ইহাতে আলেমদের খুব দুর্নাম হয়। দ্বীনী এল্‌ম শিক্ষার্থীদের এ ব্যাপারে খুব সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

আর এক ত্রুটি তাহারা চাঁদা উশুল করার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করে না। মর্যাদাশালী লোকের দ্বারা চাপ দেওয়া হয়, তাঁহারা চাঁদা উশুল করেন।

আর এক ত্রুটি এই যে, তালেবে এল্‌মগণ ওস্তাদের সহিত আদব রক্ষা করিয়া চলে না। যে সমস্ত ওস্তাদের আদব করে তাহা ওস্তাদ হিসাবে নহে; বরং বুযুর্গী এবং খ্যাতির কারণে। ওস্তাদ হওয়ার জন্য যদি ভক্তি শ্রদ্ধা করিত, তবে যে সমস্ত ওস্তাদ বিখ্যাত ও বুযুর্গ নহেন এবং সমাজের গণ্যমান্য লোক নহেন তাঁহাকেও শ্রদ্ধা করা হইত। কেননা, ওস্তাদের সম্মান পাওয়ার অধিকার তাঁহারও আছে।

কানপুর শহরের কোন এক মাদ্রাসার জনৈক ছাত্র নিজে আমার কাছে বর্ণনা করিয়াছে যে, এবৎসর ওস্তাদ ছাহেব আমাকে "তাছরীহ্" নামক কিতাবটি পড়িতে বলিয়াছেন, কিন্তু ঘটনাক্রমে আমার মুখ দিয়া 'শর্‌হে চেস্‌মণী' কিতাবের নাম বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, তাই উহার উপরই আমি জেদ ধরিলাম এবং শেষ পর্যন্ত তাহাই পড়িয়া ছাড়িলাম।

এইরূপে আর এক মাদ্রাসায় কোন কিতাব খতম হওয়ার পরে তালেবে এল্‌মগণের এবং ওস্তাদের রায় হইল 'শামসে বাযেগাহ্' আরম্ভ করা হউক। একজন তালেবে এলমের মত হইল, না 'ছদ্‌রা হওয়া উচিত। যাহা হউক মতাধিক্যে 'শামছে বাযেগাহ্' মঞ্জুর হইয়া গেল। ইহাতে সেই ছাত্রটি রাত্রিকালে ওস্তাদের কাছে যাইয়া

www.BANGLAKITAB.com

তাঁহাকে ঘর হইতে বাহিরে ডাকিয়া আনিয়া বলিল : মৌলবী ছাহেব ; যদি ভালই চান, তবে "ছদ্‌রা" কিতাবই পড়ান :

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

এমতাবস্থায় এ সমস্ত হতভাগাদের কি এল্‌ম হাছিল হইবে? কেবল কিতাবের পর কিতাব শেষ করিয়া যাইবে ; কিন্তু এল্‌ম যাহার নাম উহার বাতাসও ইহাদের গায়ে লাগিবে না। আবার আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে ওস্তাদ ঘরে পড়াইয়া থাকেন তাহাদের কিছু কদর করা হয়, ছেলে পেলেরাও করে, তাহাদের মা বাপেও করে। অথচ তাহাদিগকে কিছু বেতনও দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে মাদ্রাসার ওস্তাদগণের কিছুই সম্মান করা হয় না।

অথচ তাহাদিগকে ছাত্রগণ কিংবা তাহাদের মাতা-পিতা কোন বেতনও দেয় না যাহার দাবী থাকিতে পারে ; বরং মুদাররেসগণ মাদ্রাসা হইতে বেতন পাইয়া থাকেন। কিন্তু তালেবে এলমগণ এ সমস্ত ওস্তাদেরই নাফরমানী অধিক করিয়া থাকে। অথচ মুদাররেসগণ তাহাদিগকে কিছু বলিতে পারেন না। কেননা, মাদ্রাসা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে। ছাত্র মাদ্রাসা ছাড়িয়া চলিয়া গেলে চাঁদা কমিয়া যাওয়ার ভয়। অতএব, বুঝা যায়, মাদ্রাসার ওস্তাদ সাহেবানের উদ্দেশ্য চাঁদা। এই উদ্দেশ্যেই তালেবে এলম জোগাড় করিয়া রাখা হয়। কিন্তু চাঁদার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে বলা হয় : "তালেবে এল্‌মদের সাহায্যের জন্যই চাঁদা লওয়া হইতেছে।" বুঝিতে পারি না যে, এই একে অন্যের উপর নির্ভরতা কিরূপ—"চাঁদার উদ্দেশ্য ছাত্র আর ছাত্রের উদ্দেশ্য চাঁদা"। এই কারণেই ছাত্রেরা মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দের সম্মান করে না। তাহার কারণ, মনে করে যে, মাদ্রাসার অস্তিত্ব আমাদেরই দ্বারা। আমরা না থাকিলে মাদ্রাসাই থাকিবে না। সুতরাং তাহারা যদৃচ্ছা ওস্তাদ ছাহেবানকে নাচায়। কিন্তু স্মরণ রাখিও, এইরূপে এল্‌ম হাছিল হয় না। এই মহাধন একমাত্র আদবের দ্বারাই হাছিল হইয়া থাকে।

হযরত মাওলানা ইয়াকুব ছাহেবের নিকট কেহ হযরত মাওলানা কাসেম ছাহেবের এল্‌মের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তিনি আমার সামনেই উত্তর দিয়াছিলেন : "মাওলানা এই এল্‌মের শ্রেষ্ঠত্বের অনেক কারণ আছে—তন্মধ্যে একটি কারণ ইহাও যে, তিনি নিজের ওস্তাদ ছাহেবানের খুব আদব ও ভক্তি করিতেন।

একবার থানা ভোয়ানের জনৈক আতর বিক্রেতা মাওলানার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া যখন বলিল যে, "আমি থানা ভোয়ানের বাসিন্দা" এইকথা শুনিবা মাত্র মাওলানা একেবারে গলিয়া গেলেন। তাহার খাতির সমাদরের জন্য মাটিতে বিছাইয়া যাইতে লাগিলেন। শুধু এই কারণে যে, লোকটি থানা ভোয়ানের অধিবাসী

www.BANGLAKITAB.com

যাহা তাঁহার মুরশেদের জন্মভূমি। আফ্‌সুস! এ সমস্ত মহাপুরুষ নিজেদের ওস্তাদ মুরশেদের দেশীয় মূর্খ ও অশিক্ষিত লোকদেরও এরূপ সম্মান করিতেন। আর আজ কাল স্বয়ং ওস্তাদ মুরশেদেরই সম্মান করা হয় না।

।। আলেমদের সম্মান ।।

বন্ধুগণ! আলেমদের সম্মান করা নিতান্ত আবশ্যক। হাদীসে আছে:

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا (وَلَمْ يُبَجِّلْ عَالِمَنَا) فَلَيْسَ مِنَّا -

"অর্থাৎ, যাহারা আমাদের ছোটদের প্রতি সদয় ব্যবহার না করে এবং বড়দের সম্মান না করে (এবং আলেমদের কদর না করে।) তাহারা আমাদের মধ্যে নহে।" ইহা কত কঠিন ধমক! কিন্তু আফ্‌সুস! তালেবে এল্‌মগণ ইহার উপর আমল করে না। তদুপরি এ সমস্ত ওস্তাদ ছাহেবান আলেম এবং মুরব্বি হওয়া ছাড়াও তাঁহাদের সম্মান এইজন্যও করা আবশ্যক যে, তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর ওয়ারিস এবং রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

* يَا يُهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ -

* وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ -

* وَلَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا -

* وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰى اَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ -

অর্থাৎ, 'রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্মুখে অগ্রবর্তী হইও না এবং রাসূলুল্লাহকে কখনও এমনভাবে ডাকিও না যেমন ভাবে তোমরা একে অন্যকে ডাকিয়া থাক; বরং আদবের সহিত কথা বলিও। আর যখন কোন মজলিসে তাঁহার নিকট বসিয়া থাক, তখন তাঁহার অনুমতি গ্রহণ ভিন্ন তথা হইতে উঠিয়া যাইও না।"

এই আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যে সমস্ত হক বর্ণিত হইয়াছে হুযুর (দঃ)-এর পরে তাঁহার খলীফা ও এল্‌মের ওয়ারিসগণ সে সমস্ত হকের অধিকারী। কেননা, নির্দিষ্ট হওয়ার কোন দলিল নাই; বরং যে হাদীসে

www.BANGLAKITAB.com

ওলামায়ে কেরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের তাকীদ আসিয়াছে সে সমস্ত হাদীসে এই হুকুম রাসূলের সমস্ত এল্‌মী ওয়ারিসগণের জন্য ব্যাপক বলিয়াই বুঝাইতেছে। এই কারণে প্রাচীনকালের আলেমগণ রাসূলের ওয়ারিসগণের তদ্রূপ সম্মানই করিতেন যাহা উপরোক্ত আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর জন্য উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহা হউক, ওস্তাদের সম্মান করাও তাক্‌ওয়ার অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে যে ব্যক্তি ত্রুটি করিবে সে মুত্তাকী হইবে না। ইহাতে ত্রুটি করার প্রধান কারণ এই যে, তালেবে এল্‌মগণ তাক্‌ওয়ার প্রতি কোন গুরুত্বই দেয় না। তাক্‌ওয়া সম্বন্ধে আপনাদিগকে একটি নিগূঢ় কথা বলিয়া দিতেছি, স্মরণ রাখিবেন। তাহা এই যে, নফল এবাদত এবং যেকের ও ওযীফা অধিক পরিমাণে না হইলেও পরহেযগারী অর্থাৎ সর্বদা পাপ কার্য এবং শরীয়ত-নিষিদ্ধ কার্য পরিহার করার প্রতি খুব লক্ষ্য রাখিবেন। হাদীসে আছে ঃ

لَا تَعْدِلْ بِالرَّعِيَّةِ

"কোন বস্তুকেই পরহেযগারীর সমকক্ষ করিও না।"

॥ আন্‌ওয়ার ও আস্‌রার ॥

আমার বর্ণনার মধ্যস্থলে এল্‌ম বৃদ্ধির তফ্‌সীল পেশ করিবার যেই ওয়াদা করিয়াছিলাম—এখন তাহা পালন করিতেছি। তাহা এই যে, এল্‌ম-এর বৃদ্ধি ঐ সমস্ত এল্‌মের মধ্যেই উদ্দেশ্য যাহা প্রকাশ করা হইয়াছে। আর যে সমস্ত এল্‌মের বিষয় প্রকাশ করা হয় নাই, তাহাতে বৃদ্ধি কাম্য নহে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ঃ একবার ছাহাবায়ে কেরাম তকদীর সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। হুযুর (দঃ) ইহাতে খুব অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন ঃ

اَلِهٰذَا خُلِقْتُمْ اَمْ بِهٰذَا اُمِرْتُمْ اَمْ بِهٰذَا اُرْسِلْتُ اِلَيْكُمْ لَقَدْ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِيْنَ تَنَازَعُوْا فِى الْقَدْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ اَنْ لَّا تَنَازَعُوْا فِيْهِ - ترمذى، ابن ماجه، مشكوة

"এজন্যই কি তোমরা সৃষ্ট হইয়াছ? কিংবা এবিষয়ে কি তোমাদিগকে হুকুম করা হইয়াছে? অথবা এবিষয় লইয়াই কি আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি? তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ এই কাযা ও কদর (তকদীর) সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করিতে গিয়াই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি তোমাদিগকে কসম দিতেছি। আমি তোমাদিগকে কসম দিতেছি, এসম্বন্ধে কখনও তর্ক-বিতর্ক করিও না।" —তিরমিযী, ইবনে মাজা,

www.BANGLAKITAB.com

মেশ্‌কাত। কোন্ কোন্ এল্‌ম যাহির করা হইয়াছে আর কোন্‌ কোন্‌ এল্‌ম যাহির করা হয় নাই—তাহাই এখন আমি নির্দিষ্ট করিয়া বলিতেছি। ইহার মাপকাঠি এই যে, কোন কোন এল্‌ম এমনও আছে—আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভে কিংবা আল্লাহ্ হইতে দুরে সরিয়া পড়াতে উহাদের দখল রহিয়াছে। যেমন, আল্লাহ্‌র আদিষ্ট কার্যসমূহ এবং নিষিদ্ধ কার্যসমূহ। এ সমস্ত বিষয়ের এল্‌ম তো শরীয়ত যাহির করিয়াই দিয়াছে। ছাহাবায়ে কেরাম এসমস্ত বিষয়ের এল্‌ম বৃদ্ধি করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিতেন। হযরত হুযাইফা (রাঃ) বলেন :

كَانُوا يَسْئَلُوْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ اَسْئَلُهٗ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ اَنْ اَقَعَ فِيْهِ -

অর্থাৎ, "ছাহাবায়ে কেরাম ভাল কাজের বিষয় নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট অধিক জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেন, যেন উহা পালন করিয়া আল্লাহ্ তা'আলার অধিক নৈকট্য লাভ করিতে পারেন। আর আমি তাঁহাকে মন্দ কাজ সম্বন্ধে অধিক জিজ্ঞাসা করিতাম যেন তাহাতে পতিত হইয়া আল্লাহ্ তা'আলা হইতে দুরে সরিয়া না পড়ি।" এই কথাটি কোন কবি বলিয়াছেন :

عَرَفْتُ الشَّرَّ لَا لِلشَّرِّ لٰكِنْ لِتَوَقِّيْهِ + وَمَنْ لَّا يَعْرِفُ الشَّرَّ مِنَ الْخَيْرِ يَقَعْ فِيْهِ

"আমি মন্দ কাজে লিপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে উহার পরিচয় লাভ করি নাই; বরং উহা হইতে আত্মরক্ষার জন্য অবহিত হইয়াছি। আর যে ব্যক্তি ভাল-মন্দের পার্থক্য জানিয়া লয় নাই, সে ব্যক্তি মন্দ কাজে লিপ্ত হইয়া পড়িবে।"

ফলকথা, যে সমস্ত এলম সম্বন্ধে শরীয়ত নির্দিষ্টরূপে যাহির করিয়া দিয়াছে সে সমস্ত এলমের বৃদ্ধি তো অবশ্যই কাম্য। আর এক প্রকারের এলম আছে নৈকট্য লাভ করা এবং দুরে সরিয়া পড়ার ব্যাপারে যাহার কোন দখল নাই। যেমন, তকদীরের তথ্য জানিয়া লওয়া। পুলসিরাতের হাকীকত্‌ জানা, নামায কেন পাঁচ ওয়াক্ত নির্দিষ্ট হইল, কম বেশ কেন হইল না? এসমস্ত বিষয়ের হাকীকত জানিয়া লওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। এই জ্ঞানলাভে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনেও কোন উন্নতি হয় না। না জানিলেও দুরে সরিয়া পড়িতে হয় না। এসমস্ত এলমকে আসরার অর্থাৎ রহস্য বলা হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভেও তাহা হইতে দুরে সরিয়া পড়ার ব্যাপারে যে সমস্ত এল্‌মের দখল আছে উহাদিগকে আনওয়ার অর্থাৎ 'আলো' বলা উচিত। উহাদের জন্য এই উপাধিটি এইজন্য সমীচীন হইতেছে যে, 'নূর' প্রকৃতপক্ষে নিজে যাহির বা প্রকাশ্য এবং অপরকে যাহির অর্থাৎ প্রকাশকারী। আর এসমস্ত এল্‌মও এইরূপই যে, মূলতঃ ঐ সমুদয় এলম স্বয়ং প্রকাশ্য এবং তদনুযায়ী আমল করিলে রহস্যসহ,

www.BANGLAKITAB.com

উদ্‌ঘাটিত হইতে থাকে,যদিও রহস্য(আসরার)অবগত হওয়া কাম্য নহে। তথাপি আসরার সম্বন্ধীয় এল্‌ম হাছেল করিবার উপায় এই নহে যে, বিনা মাধ্যমে উহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইবে; বরং প্রকৃষ্ট উপায় ইহাই যে, প্রথমতঃ আনওয়ার নামক এলমগুলিহাছিল কর। অতঃপর তদনুযায়ী তাকওয়ার সহিত আমল কর। তাহা হইলে আল্লাহ্‌র তা'আলা নিজেই যাবতীয় রহস্য সম্বন্ধীয় এলম তোমাদের অন্তরে উৎপন্ন করিয়া দিবেন। এসমস্ত এলমকে আনওয়ার নামে আখ্যায়িত করার পোষকতায় আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেনঃ

يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ

"আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজের নূরের প্রতি যাহাকে ইচ্ছা হেদায়ত করিয়া থাকেন।" অন্যত্র তিনি আরও বলিয়াছেন :

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ

"কোরআন সরল পথের দিকে হেদায়ত করিয়া থাকে।" বলাবাহুল্য, যাহা কোরআনের হেদায়ত তাহাই আল্লাহ্‌র হেদায়ত। অতএব, যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি কোরআন হেদায়ত করিয়াছে অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয়ের এল্‌ম নির্দিষ্টরূপে যাহির করিয়া দিয়াছে তাহা নূর অর্থাৎ প্রকাশ্য হওয়া প্রমাণিত হইয়া গেল।

অতএব, الٓمٓ বাক্যে একথার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, হে শ্রোতাগণ! যে সমস্ত এল্‌মের বৃদ্ধিকরণ কাম্য উহা তাহাই যাহা যাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তোমরা উহাতে উন্নতি বা বৃদ্ধি কামনা কর এবং রহস্য বা আসরার সম্বন্ধীয় এল্‌মের পশ্চাতে লাগিও না যাহার নমুনা এই : الٓمٓ । এই বিষয়টি "আলে এমরান" সূরায় আরও পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে :

هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ط فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ج وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ م وَالرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ لا كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ج وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ٥

"তিনি সেই আল্লাহ্‌ তা'আলা যিনি তোমাদের উপর কিতাব নাযিল করিয়াছেন। যাহার এক অংশ ঐ সমস্ত আয়াত যাহার উদ্দেশ্য দুর্বোধ্য হওয়া হইতে রক্ষিত অর্থাৎ উহাদের মর্মার্থ প্রকাশ্য ও স্পষ্ট এবং এই আয়াতগুলিই উক্ত কিতাবের মূল লক্ষ্য। (অর্থাৎ, অস্পষ্ট অর্থবিশিষ্ট আয়াতগুলিকেও এসমস্ত স্পষ্ট অর্থবিশিষ্ট আয়াতগুলির

www.BANGLAKITAB.com

অনুরূপ করিয়া লওয়া হয়)আর অপর অংশের আয়াতগুলি দুর্বোধ্য। (অর্থাৎ, উহাদের অর্থ গুপ্ত রহিয়াছে।) যাহাদের অন্তরে বক্রতা রহিয়াছে তাহারা এসমস্ত আয়াতের পাছেই লাগিয়া যায় যাহা দুর্বোধ্য। উদ্দেশ্য—ধর্মের মধ্যে ফেৎনা সৃষ্টি করা এবং ভুল অর্থ আবিষ্কার করা। (যেন নিজেদের ভ্রান্ত মতে উহা হইতে পোষকতা লাভ করা যায়। অথচ উহার সঠিক মতলব ও রহস্য আল্লাহ্ তা'আলা ভিন্ন আর কেহই অবগত নহে। আর (এই কারণেই) যাহাদের এল্‌ম্ দৃঢ় ও মজবুত তাহারা (এসমস্ত আয়াত সম্বন্ধে) এরূপ বলিয়া থাকে—আমরা ইহার উপর (মোটামুটি) বিশ্বাস রাখি। সমস্ত আয়াতই আমাদের পরওয়ারদেগারের তরফ হইতে বটে। (স্পষ্ট অর্থ বিশিষ্ট আয়াতগুলিও এবং অস্পষ্ট অর্থবিশিষ্ট আয়াতগুলিও। অতএব, বাস্তবিক এসমস্ত আয়াতের প্রকৃত অর্থ যাহা—তাহা সত্য) আর নছীহত (সম্বন্ধীয় কথা) তাহারাই কবুল করিয়া থাকে যাহারা জ্ঞানী (অর্থাৎ, আকলও ইহাই চায় যে,) হিতকর এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে মশগুল হও এবং ক্ষতিকর ও অনর্থক কিস্‌সা কাহিনীতে লিপ্ত হইও না। বয়ানুল কোরআন। এই আয়াতটিতে এল্‌মকে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একটি এল্‌মে মুহ্‌কাম, আর একটি এল্‌মে মুতাশাবেহ্ এবং ইহাও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, এল্‌মে মুহ্‌কামই (স্পষ্ট ও যাহিরকৃত এল্‌মগুলিই) কাম্য ও উদ্দেশ্য এবং এলমে মুতাশাবেহের (অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য এল্‌মগুলির) পাছে লাগা নিন্দনীয়। বাস,এখন এলম বৃদ্ধিকরণ সম্বন্ধে সুন্দর ও বিস্তারিতভাবে পরিষ্কার বুঝা গেল যে,প্রত্যেক এলমই কাম্য নহে; কেবল স্পষ্ট এবং যাহিরকৃত এল্‌মই উদ্দেশ্য। দুঃখের বিষয় আজকাল মানুষ এসমস্ত এলমের পশ্চাতে লাগিয়া রহিয়াছে। অথচ ইহার পাছে লাগিতে নিষেধ করা হইয়াছে। কেহ জিজ্ঞাসা করে—নামায পড়ার যুক্তি কি? কেহ বলে—জমাতে নামায পড়ার মধ্যে দার্শনিক যুক্তি কি? কেহ রোযা এবং হজ্জ ফরয হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করে। অথচ শরীয়ত খোদার নির্দেশসমূহের কারণ জানার জন্য আদেশ করে নাই। যে সমস্ত ক্ষেত্রে কারণ বর্ণনা করিয়াছেন—যেমন, বিড়ালের ঝুটা সম্বন্ধে বলিয়াছেন:

اِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ

"বিড়াল তোমাদের পাশে পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়।" তাহাও মুজতাহেদগণের জন্য বর্ণনা করিয়াছেন যদ্দ্বারা শরীয়তের বিধানসমূহ আবিষ্কার করিতে পারেন। সাধারণ লোকের তাহা অবগত হওয়ার দরকার নাই। কেননা, সাধারণ লোকের মধ্যে এজ্‌তেহাদের যোগ্যতা তো দুরের কথা কোন কোন যুক্তি বুঝিবার যোগ্যতাও নাই। সুতরাং উক্ত আস্‌রার অর্থাৎ দুর্বোধ্য ও গুপ্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে কর্তব্য এই যে, كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا "সবগুলিই আমাদের পরওয়ারদেগারের তরফ হইতে" বলিয়া উহাকে বিশ্বাস কর যে, আল্লাহ্ তা'আলার বিধানসমূহে অবশ্যই

www.BANGLAKITAB.com

যুক্তি আছে—যদিও আমরা জানি না। আর দুর্বোধ্য আয়াতসমূহেও কোন অর্থ নিশ্চয়ই আছে—যাদিও আমরা অবগত নহি। উহাতে যে উদ্দেশ্য আছে তাহা সত্য বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতেছি। কোরআন শরীফের পৃথক পৃথক হরফসমূহের বেলায়ও এরূপ বিশ্বাস রাখা উচিত।

এখন আমি ওয়ায শেষ করিতেছি। যদিও বক্তব্য বিষয় মনে আরও আসিতেছে। কিন্তু এখন রাত্র বারটা বাজিয়া গিয়াছে। শ্রোতাগণও ঘুমাইতে আরম্ভ করিয়াছেন আমিও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমার বর্ণনার সারাংশ এই যে, সমস্ত মুসলমানের প্রতি বিশেষ করিয়াতালেবে এল্‌মদেরপ্রতি এলম বৃদ্ধি করারএবং এলমের নূর হাছিল করার আদেশ করা হইয়াছে। ইহার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। উহার উপায় দুইটি—দোআ করা এবং গুনাহের কাজ হইতে দুরে থাকা। এই বিষয়টি হইতে যেহেতু অনেকের মনই শূন্য অথচ বিষয়টি নিতান্ত জরুরী ছিল। এই কারণেই আমার অদ্যকার ওয়াযে উক্ত বিষয়টি অবলম্বন করিয়াছি। অবশ্য বেশী বিস্তাররিতভাবে বর্ণনা করা গেল না। কিন্তু শ্রোতৃমণ্ডলীর অধিকাংশই আলেম, আশা করি এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই তাঁহাদের জন্য যথেষ্ট হইয়া থাকিবে।

এখন দোআ করুন, আল্লাহ্‌ তা'আলা যেন আমাদিগকে ইহা পালনের তওফীক দান করেন :

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى وَسَلَّمَ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

॥ কতিপয় তাওজীহ্‌ ॥

ওয়াযের ভিতরে কোন কোন বিষয় মনে বিদ্যমান ছিল। শেষ পর্যন্ত মনে থাকে নাই। আর একটি বিষয় শেষভাগেই মনে আসিয়াছে। বিশেষ হিতকর বলিয়া লিখিয়া দেওয়া হইতেছে। প্রথমতঃ (এই বিষয়টি পরে মনে আসিয়াছে) ইহা খোদা প্রদত্ত এল্‌ম যাহা তাকওয়ার কারণে হাছিল হয়।

ইহা সম্বন্ধে হাদীসে আসিয়াছে :

مَنْ اُوْتِيَ زُهْدًا فِي الدُّنْيَا وَقِلَّةَ مَنْطِقٍ فَاقْتَرِبُوْا مِنْهُ فَاِنَّهٗ يُلْقَى الْحِكْمَةَ

"যাহাদিগকে ইহজগতে যোহ্‌দ অর্থাৎ সংসারের প্রতি বিরাগভাব দান করা হয় এবং কমকথা বলার অভ্যাস দান করা হয় তাহাদের সংসর্গে যাও। কেননা, তাহাদের অন্তরেই হেকমত প্রদান করা হয়।

www.BANGLAKITAB.com

দ্বিতীয়তঃ, (ইহা এবং পরবর্তী বিষয়টি ওয়াযের মধ্যস্থলে মনে বিদ্যমান ছিল) এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, "আপনার বর্ণনানুযায়ী هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ হইতে বুঝা যায় যে, হেদায়তের উপকরণ তাকওয়া এবং এল্‌ম বৃদ্ধির সহায়ক। আর :—

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتَاهُمْ تَقْوٰهُمْ

"যাহারা হেদায়ত প্রাপ্ত হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের হেদায়ত বৃদ্ধি করেন এবং তাহাদিগকে তাক্‌ওয়া দান করেন।" আয়াত হইতে বুঝা যায়, হেদায়তই হেদায়তের কারণ। আর হেদায়ত হইতে তাক্‌ওয়া উচ্চস্তরে যাহা খোদা-প্রদত্ত বটে। অতএব, উভয় আয়াতের সমষ্টির সারমর্ম এই হয় যে, মানুষ যখন প্রথমতঃ ইচ্ছা ও চেষ্টা পূর্বক তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে, তখনই হেদায়ত হাছিল হয় এবং এই হেদায়তের উপর সুদৃঢ় থাকিলে আপনাআপনি উহাতে উন্নতি হইতে থাকে। শেষ পর্যন্ত হেদায়তের সর্বোচ্চ স্তরও উহারই ফলে তাহাকে প্রদত্ত হয়। اٰتَاهُمْ শব্দ হইতে বিশেষভাবে খোদাপ্রদত্ত বুঝা যায়। আর হেদায়ত যে তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তর তাহার নিদর্শন মুহ্‌তাদীনের প্রতি ধাবমান সর্বনামটির দিকে তাক্‌ওয়া শব্দটিকে اِضَافَتْ। অর্থাৎ সম্বন্ধ করা। ইহাতেই বুঝা যায়, এখানে কামেল হেদায়ত উদ্দেশ্য। وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا অর্থাৎ, اَلسَّعْىُ الْمُنَاسِبُ لَهَا উহার উপযোগী চেষ্টা করিয়াছে। এইরূপে এখানেও অর্থ اَلتَّقْوٰى الْمُنَاسِبُ لِشَانِهِمْ তাহাদের উপযোগী তাকওয়া এবং তাহারা কামেল।

وَهُمْ الْكَامِلُوْنَ فَالتَّقْوٰى الْمُنَاسِبُ لِلْكَامِلِيْنَ هُوَ الْكَامِلُ مِنْهُ

অতএব, কামেল লোকের উপযোগী তাক্‌ওয়া কামেলই হইবে।

তৃতীয়তঃ এই ওয়াযটির নাম মনোনীত হইল "কাওসারুলওলূম" কেননা, ইহাতে এল্‌মের বৃদ্ধিকরণ হেকমতের উৎস-এর বর্ণনা রহিয়াছে। আর "আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে হেকমত দান করেন তাহাকে ভুরি ভুরি মঙ্গল দান করেন :

وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا

আর كَوْثَر শব্দের তফ্‌সীরও "ভুরি ভুরি মঙ্গলই" করা হইয়াছে। এই ভিত্তিতেই বেহেশ্‌তের নির্দিষ্ট নহরকে 'কাওসার' বলা হইয়াছে। কেননা, তাহাতে ভুরি ভুরি মঙ্গল রহিয়াছে; বরং কোন কোন আধ্যাত্মিক জ্ঞানী তফ্‌সীরকারক সেই নহরের প্রকৃত অর্থই এল্‌ম এবং হেকমত বলিয়াছেন। ইহার ব্যাখ্যা এই যে, তত্ত্ববিদগণ বর্ণনা করিয়াছেন আভ্যন্তরীণ কার্যাবলী ও গুণাবলীর কিছু সদৃশ আকার গুণ ও অবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আলমে বরযখে ও আলমে আখেরাতের মধ্যে আল্লাহ্

www.BANGLAKITAB.com

তা'আলা সৃষ্টি করিয়াছেন ; কোন কোনটির কথা হাদীস শরীফেও উল্লেখ রহিয়াছে। যেমন, সূরা-বাকারাহ্ এবং সূরা-আলে-এমরান দুইটি বাদলীয় (ছাতার) মত প্রকাশিত হওয়া এবং উভয় সূরার মধ্যস্থিত 'বিস্‌মিল্লাহ্' উক্ত বাদলীদ্বয়ের মধ্যস্থলে চমকের মত দিপ্তীমান থাকা ইত্যাদি বর্ণনা করা হইয়াছে।

এইরূপে শরীয়তের আকার পুলসিরাতকে বলা হইয়াছে এবং এল্‌ম ও হেকমতের ছুরত হাউযে কাওসারকে বলা হইয়াছে। আর এই সামঞ্জস্য যেতু, হুযুরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে যে দুধ দেখিয়াছিলেন, উহাকে এলমের ছুরত বলিয়া তা'বীর করিয়াছেন। কেননা উভয়ের মঙ্গলই অফুরন্ত, আর হাউযে কাওসারের পানি দুধের আকার বলিয়া হাদীসে বর্ণিত আছে।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ